বিবাহিত জীবন



৪ঠা কার্ত্তিক, ১৩৩৫ সাল।

উয়ারি, ইষ্ট এণ্ড হাউসে অভিনীত।

শ্রীনরেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী

প্রণীত।



প্রথম সংস্করণ



১৩৩৫



মূল্য ৸৵৹ আনা

প্রকাশক—
শ্রীদেবেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ
পার্শনেল্ এসিষ্টেণ্ট্
ইষ্ট এণ্ড হাউস, উয়ারী, ঢাকা।

ঢাকা—
নারায়ণ-মেশিন-প্রেসে,
শ্রীরাধাবল্লভ বসাকদ্বারা মুদ্রিত।

বঙ্গ দম্পতিদের

—করে—

সসম্মানে অর্পিত হইল

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

কৈলাস বাড়ুয্যে			
অমূল্যবালা	...	...	কৈলাসের স্ত্রী।
নীহার রায়			
দীপ্তিবালা	...	...	নীহারের স্ত্রী।
সমরেন্দ্র বসু			
মঞ্জুরাণী	...	...	সমরেন্দ্রের স্ত্রী।
দিগিন্দ্র চৌধুরী			
পূর্ণশশী	...	...	দিগিন্দ্রের স্ত্রী।
রামকিঙ্কর দাস			
আমোদিনী	...	...	রামকিঙ্করের স্ত্রী।

প্রস্তাবনা

বইতে পারেন, সইতে পারেন, ঢাকতে পারেন যারা,
জেনে রাখ, বিশেষ রূপে বিয়ের যোগ্য তাঁরা—শুধু তাঁরা !
একে যখন গরম হবেন, ঠাণ্ডা থাকবেন অপরে !
একে যখন চোখ্ রাঙ্গাবেন, হাস্‌বে অন্যে জোর ক'রে !
নীরবে মান-অপমান, সুখ দুঃখ যাবে হজম ক'রে ;
ফেনিয়ে যেন ছোট কথা তুলবেন নাকো বড় ক'রে ।
ক্ষমা ক'রে, স'য়ে নিয়ে, করবেন সংশোধন যারা
খুসী হবেন তারাই জেনো—কাট্‌বে বিয়ের ফারা !

বিবাহিত-জীবন

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

(নীহারের বাড়ীর একটি কক্ষ। নীহার বসিয়া সংবাদ পত্র পড়িতেছে সম্মুখের টেবিলে চা ইত্যাদি। অদূরে দীপ্তিলতা বসিয়া)

নীহার। ওগো, শোন একটা খবর আছে,আমি পড়্‌ছি শোন— (পড়িল) "দাম্পত্য বিরোধ। চিফ্‌ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্টে গতকল্য দাম্পত্য বিরোধ জনিত আক্রমণের একটা মোকর্দ্দমা উঠিয়াছিল ; ফরিয়াদীর স্ত্রী একটী ভীষণ প্রকৃতির স্ত্রীলোক বলিয়া মনে হইল, আর তার মনে সন্দেহপরায়ণতার ভাবটা এত বেশী যে তার স্বামীর জীবন বিপদাপন্ন।" শুন্‌লে দীপ্তি ! এতে তোমার আরো জুড়ি আছে দেখ্‌ছি !

দীপ্তি। তাই নাকি!

নীহার। তুমি ছাড়া সন্দিগ্ধচিত্ততা অন্য স্ত্রীলোকেও আছে—, এটি তোমার একচেটে সম্পত্তি নয়।

দীপ্তি। তুমি তাই ভাব্‌ছ, না?

নীহার। সবটা পড়্‌ব?

দীপ্তি। তোমার যা খুসি করতে পার।

নীহার। এই বিষরটি শুন্‌তে ইচ্ছা হচ্ছে না? এই বেচারি স্ত্রীলোকটির প্রতি তোমার সহানুভূতি হচ্ছে না?

দীপ্তি। সহানুভূতি টুতি সব নষ্ট ক'রে দিতে সক্ষম হয়েছ তুমি—শুধু তাই কেন, হৃদয়ের সমস্ত অনুভূতিই।

নীহার। একটা ছাড়া।

দীপ্তি। সেটা কি, শুনি?

নীহার। নিজকে অত্যন্ত অসহনীয় ক'রে তোলা—চা খাচ্ছ না যে?

দীপ্তি। রুচি নেই।

নীহার। কাল রাত্রেও তো খাওনি।

দীপ্তি। দরকার বোধ করিনি।

নীহার। কাল দুপুরেও খেতে বসে খাওনি কিছু।

দীপ্তি। ইচ্ছা হয়নি।

নীহার। তুমি না খেয়ে মারা যাবে যে।

দীপ্তি। তাহ'লেই তুমি সুখী হবে।

নীহার। অবশ্য জীবনটা অনেক শান্তিতে কাটবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

দীপ্তি। আর ইচ্ছামত চলার সুযোগও পাওয়া যাবে।

নীহার। ইচ্ছামত চলা কি রকম ?

দীপ্তি। সে তুমিই ভালো জানো।

নীহার। আমি ভেবেছিলুম তোমারই বুঝি এটা সম্পূর্ণ জানা আছে।

দীপ্তি। তা জানা বৈকি।

নীহার। ব'লেই ফেল না তবে।

দীপ্তি। এত কষ্ট ক'রে দরকার ?

নীহার। না, বল্‌তেই হবে।

দীপ্তি। ও বাড়ীর নকুল বাবুর মেয়ে এসেছিল কাল, তুমি কি ব্যবহারটাই করলে!

নীহার। কি করেছি ?

দীপ্তি। আমার সাম্‌নেই তাকে বল্লে সে বেশ সুন্দরী।

নীহার। তাতে কি কোন দোষ হয়েছে ?

দীপ্তি। এতটা বেশী মাখামাখি দেখাতে যাওয়া কেন ? এতে আমাকেই অসম্মান করা হয়েছে।

নীহার। ঠিক—অন্য স্ত্রীলোকের প্রশংসা কোনো স্ত্রীলোক সইতে পারে না সেটা ভু'লে যাওয়া আমার উচিত হয়নি।

দীপ্তি। আর যে একটা মেয়ের সঙ্গেই প্রথম দেখা হয় সেটাই স্ত্রীর চেয়ে বেশী সুন্দরী এটা কম পুরুষেই মনে না ক'রে পারে।

নীহার। চমৎকার চলেছে, দীপ্তি; আমাদের লেখক হ'য়ে যাওয়া উচিত, আর দুটিতে মিলে "দাম্পত্য চুম্বকোক্তি মালা" নামে একটী বই ছাপিয়ে দিলে হয়! আচ্ছা, তোমার প্রথম অভিযোগ সম্বন্ধে নিজকে দোষী মনে ক'রে নিলুম; এর পর আরো কি আছে চালাও।

দীপ্তি। সেদিন মাঠে বেড়াতে গিয়ে তুমি আমার কাছ ছেড়ে অমূল্যবালার গা ঘেঁষে ঘেঁষে চলেছ আর তার সঙ্গে ফচ্‌কেমি করেছ।

নীহার। তুমি ফচ্‌কেমী কাকে বল্‌ছ?

দীপ্তি। এই কাণাকাণি—হাসাহাসি—যেন কত গোপন কথা আছে, অথবা তা সত্যিও হ'তে পারে। এর মানে বল্‌তে পারি না—আমি অভিধান নই।

নীহার। যে সব অবোধ্য কথা শোনাও—অভিধান ব'লেই তো তোমাকে মনে হয়। তার পর, চলুক।

দীপ্তি। সেদিন শুন্‌লুম থিয়েটারে নাকি ঘনিষ্টতার আলাপ পরিচয় কর্ত্তে তুমি "গ্রীণরুমে" ঢুকেছিলে—সেখানে একট্রেস্‌দের সঙ্গে নাকি খুবই হাসি রং তামাসা চলেছিল।

নীহার। "গ্রীণরুমে" যদি ঢুকেই থাকি তাহ'লে আশা করি একটু বেশী দিন "গ্রীণ" থাকতে পারব, নতুবা অকাল-পক্কতা অনিবার্য্য।

দীপ্তি। সে রাত্রে তুমি বাড়ী ছিলে না; আর এমন এগারোটা বারোটা তো তোমার প্রায়ই হয়; সকল সময় বাইরে বাইরেই আছ—আজ এই স্ত্রীলোকের সঙ্গে দেখা হচ্ছে, কাল ওর সঙ্গে হচ্ছে—চিঠি আস্‌ছে আর যাচ্ছে—এসব আর বেশীদিন সইতে পারবনা জেনো—সাবধান, একদিন সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যাবে বল্‌ছি।

নীহার। কিসের সাবধান কর্‌ছ?

দীপ্তি। সে আমার মনেই আছে।

নীহার। খবর শুনে কৃতজ্ঞ রইলুম, (উঠিয়া) এখন এই চমৎকার দাম্পত্য প্রাতরাশটি সম্পন্ন ক'রে সকালের ভ্রমণে বেরিয়ে পড়া যাক্।

দীপ্তি। কোনো বিশেষ দেখা সাক্ষাতের তাগিদ নেই আজ—একি সম্ভব? লাল কি ফিরোজা রঙের কোনো চিঠিই আসে নি আজ সকালে?

নীহার। না, দীপ্তি। (বাহিরে পিয়নের ডাক)

দীপ্তি। ঐ তো পিয়ন এসেছে।

নীহার। শুন্‌লুম।

দীপ্তি। নিশ্চয়ই তোমার চিঠি আছে। প্রতি সকালে একটা

অজানা হাতের চিঠি এলনা তোমার কাছে, এ রকম ঘটনা নেহাৎ আশ্চর্য্য যে! (নীহার উঠিয়া যাইতে উদ্যত হইয়া আবার বসিয়া পড়িল) তোমার আর ধৈর্য্যের পরীক্ষা নিতে চাই না, চাকরের অপেক্ষায় থেকে দরকার নেই, ছুটে যাও না নিজেই, ইচ্ছা চেপে রেখে লাভ কি ?

নীহার। ঠিক, যখন বল্লে, যাই।

(লাফাইয়া উঠিয়া বেগে নিষ্ক্রান্ত)

দীপ্তি। কেমন, এখন আমার জালে পড়েছ। নিজেই কাল্পনিক নামে চিঠি দিয়েছি, ইডেন গার্ডেনে দেখা করতে লিখেছি। এই অবস্থায় আদর্শ স্বামী যে সে কি করে ? নিশ্চয়ই স্ত্রীকে চিঠি দেখায়। এখনই পরীক্ষা হবে। দেখালে বুঝ্‌ব আমার সব মনের ভ্রম। না দেখালে নিশ্চিত প্রমাণ হ'য়ে যাবে, আমার সংকল্পও স্থির হবে।

(গান)

ওগো, কে জানে নারীর
হৃদয়ের কথা,
সে যে কি চায় কি তাহার বল
মরমের ব্যথা!

প্রথম অঙ্ক]

কি তাহার আশা কোথা ভালবাসা
কার তরে তার প্রাণের পিয়াসা—
আপনা হারাতে চায় সে কোথায়—
কোথা তার প্রেম অভিনয় প্রায়
বিষাদ সন্দেহ, ঈর্ষ্যা ছলনা
কেন জাগে প্রাণে—কে জানে তাহা।

(হেলাভরে গান গাহিতে গাহিতে নীহারের প্রবেশ—
"কোমল কুসুম কলি এনেছি তুলে" ইত্যাদি।)

নীহার। ওরে, এখনই কাপড় নিতে হবে, আট্টা প্রায় বাজে (ঘড়ী দেখিয়া) আজ দুপুরে বোধ হয় ক্লাবেই খাব।

দীপ্তি। কারু নিমন্ত্রণ এলো নাকি ?

নীহার। না, না।

দীপ্তি। আমার পরিচিত কারু কাছ থেকে চিঠি এসেছে ?

নীহার। না, সে রকম তো নয়।

দীপ্তি। কাজের চিঠি ?

নীহার। হাঁ, হাঁ, কাজের।

দীপ্তি। সেই কাজেই যাচ্ছ ?

নীহার। কাজ ফেলে রাখ্‌লে চল্‌বে কেন ?

দীপ্তি। বিশেষতঃ সেই কাজেই যখন আনন্দ।

নীহার। ঠিক বলেছ।

দীপ্তি। তাহ'লে বেরিয়েই যাচ্ছ ?

নীহার। হাঁ।

দীপ্তি। এমন সুন্দর সকালটি, আমাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে বল্লে হ'তো না ?

নীহার। তা, ইচ্ছা থাক্‌লে চল না।

দীপ্তি। (স্বগত) সঙ্গে নেবে ?

নীহার। ভেবে দেখ্‌লুম—আমাকে দু'তিন জায়গায় যেতে হবে—দেরী হবে।

দীপ্তি। আমি গাড়ীতে অপেক্ষা করব।

নীহার। এ ভারী বিশ্রী হবে। তুমি অস্থির হ'য়ে উঠ্‌ছ ভেবে আমার সব কাজ সারাই হবে না। কাল্‌কেই নেওয়া যাবে তোমাকে।

দীপ্তি। আজ নিচ্ছ না তাহ'লে ?

নীহার। আজ থাক্।

দীপ্তি। যেতেই হবে তোমাকে এখন ?

নীহার। যেতেই হবে।

দীপ্তি। আচ্ছা, যাও। (স্বগত) অবিশ্বাসী কোথাকার—এর অনুতাপ তোমাকে ভোগ কর্ত্তে হবে। (কৈলাস বাড়ুয্যে বাহিরে কথা বলিতেছে) কে এসেছে বাইরে।

নীহার। (বাহিরে চাহিয়া) তোমার বন্ধু কৈলাস বাবু ও তাঁর স্ত্রী। তুমি তাঁদেরে নিয়ে গল্প কর, আমি কাপড়

নিয়ে আসি। আশ্চর্য্য দম্পতি—মিলনটি অদ্ভুত হয়েছে ওদের। বেচারি কৈলাস তালপত্রের মত পাত্‌লা ছিপ্‌ছিপে লোকটি—ঠাণ্ডার ভয়েই অস্থির। সব জানালাগুলোই বন্ধ ক'রে দিতে হবে।

দীপ্তি। তাঁর স্ত্রী এসে সবগুলো খুলে দেবন এখন।

নীহার। সে বেচারীর তো সব সময় অসহ্য গরম। স্বামীটি হয়েছেন ফ্রিজিং পয়েণ্ট-এর নীচে, আর স্ত্রীটির হ'লো ১০৫ ডিগ্রী।

দীপ্তি। এ তোমাকে মান্‌তেই হবে যে তারাও পরস্পর পরস্পরের খেয়াল অনুসারে চল্‌তে চায়, অন্য অনেকের মত বিরোধ ক'রে বিরক্তি সৃষ্টি করে না।

নীহার। দেখা যাবে।

(কৈলাস ও অমূল্যবালার প্রবেশ। কৈলাসের আপাদমস্তক শাল কোট কাম্‌ফার্টার প্রভৃতি মোটা কাপড়ে জড়ানো, অমূল্যবালার খুব পাত্‌লা ফুর্‌ফুরে পোষাক)

অমূল্য। নমস্কার, নমস্কার।

নীহার। কেমন আছেন? কেমন আছেন?

কৈলাস। (কাঁপিতে কাঁপিতে) বড় ঠাণ্ডা—ওঃ!

নীহার। (অমূল্যের প্রতি) আপনি ভালো তো?

অমূল্য। ভালোই—তবে বড্ড গরম। ওঃ! জানালাগুলো খু'লে দিন্ না, একটু হাওয়া আসুক।

কৈলাস। না, খুল্‌বেন না, খুল্‌বেন না—খুল্‌লে একটি দিয়ে আমি লাফিয়ে বেরিয়ে পড়ব। আমার অমানুষী স্ত্রীটি আমার গরম ঘরটি থেকে এই হাওয়ার মধ্যে আমাকে টেনে এনেছে।

অমূল্য। আহা, বেশ চমৎকার ফুরফুরে হাওয়াটি।

কৈলাস। উঃ আমার কাঁপুনি ধরেছে কিনা। উত্তাপ দরকার।

অমূল্য। আমার দরকার এই হাওয়াটির—সব ক্লান্তি দূর ক'রে দেয়।

কৈলাস। (কাঁপিয়া) ওঃ—থামো—তোমার কথা শুন্‌লেও আমার হাড় শুদ্ধ ঠাণ্ডা হ'য়ে ওঠে।

নীহার। বসুন, আমি একটু আসি।

(নিষ্ক্রান্ত)

দীপ্তি। (স্বগত) যদি বেরিয়ে যায়, আমি অনুসরণ করব—কেমন জব্দ হয় নিজে দেখ্‌ব।

কৈলাস। (দীপ্তির প্রতি) কোথাও একটা জানালা খোলা আছে, অনুগ্রহ ক'রে বন্ধ ক'রে দিন। গত সপ্তাহে একদিন হাওয়াতে বসে ঘাড়টির অবস্থা এমনি হয়েছিল যে কেনোদিকে চাইতে হ'লে সমস্ত শরীরটিকেই সেদিকে ফেরাতে হ'তো।

অমূল্য। ভারি তো; ঘাড়ে অমন সকলেরই ধরে।

কৈলাস। সব আমার স্ত্রীর দোষ। আমি পাঁচদিন এই ভাবে বসেছিলুম (দেখাইল)। ডানদিকে কেউ কথা কইলে এই ভাবে ফির্ত্তুম (দেখাইল)। বাঁ দিকে কার সঙ্গে কথা কইতে হ'লে আবার এই রকম (দেখাইল)। পিছন দিকে কিছু দেখ্‌তে হ'লে এই ভাবে (দেখাইল)। কাজেই বন্ধ ক'রে দিন জানালাটা অনুগ্রহ ক'রে।

অমূল্য। তুমি আমাকে একদিন শ্বাস বন্ধ ক'রে মারবে দেখ্‌ছি; জানো না ভাই, কি ভাবে দিন কাটাই এর সঙ্গে; প্রচণ্ড গ্রীষ্মের মধ্যে দুটো কম্বল গায় না দিলে ওর ঘুম হয় না—ভেবে দেখ একবার।

কৈলাস। তখনই যে তার বেশী দরকার—গ্রীষ্মের সময়েইতো হঠাৎ ঠাণ্ডা লেগে যায়। প্রত্যেক বৈশাখে আমার চারটা সর্দ্দি, একটা বাত—আর দুটো আড়ষ্ট ঘাড় হ'য়ে থাকে।

অমূল্য। এক সপ্তাহ আগে কি করেছে জানো? আমি আগেই ঘুমিয়েছি, মধ্য রাত্রে এমন আতঙ্কিত অবস্থায় আমি জেগে উঠ্‌লুম—আমি বাস্তবিক ভেবেছিলুম ঘরে আগুন লেগেছে, ঘরের হাওয়া এম্‌নি গরম ছিল—শ্বাস রুদ্ধ হবার যো হ'য়ে উঠেছিল। মনে মনে ভাব্‌লুম কি হলো? দেখ্‌লুম ঘরের জানালা

কপাট সব বন্ধ, উঠেইতো জানালাগুলো সব খুলে দিলুম—

কৈলাস। আর আমাকে তক্ষণি মেরে ফেল্‌বার বন্দোবস্ত করলে; উত্তুরে বাতাস বইছিল—কি কাঁপুনি আমার—শত্তুরেওতো এমন কাজ করে না।

অমূল্য। বেশ মৃদু আরামদায়ক বাতাস—কিন্তু কি করি—ওর দিকে চেয়ে জানালাগুলো বন্ধ ক'রে ফেল্লুম তখনি। ওঃ! কি অসহ্য গরমই হয়েছিল। আমি তো ইজিচেয়ারে একরূপ মূর্চ্ছা যাওয়ার উপক্রম—ডাকাডাকিতে চাকর উঠে এসে বের করলে ঘরে একটা জার্ম্মেণ ষ্টোভ্ জ্বালিয়ে রাখা হয়েছে, আগুনের মত জ্বল্ জ্বল্ কর্‌ছে এক কোণে। আমার মত টেমপারেচারের মেয়েলোক কতটা সয়েছে ভেবে দেখ! সেদিন থেকে আমার অসুখ লেগেই আছে।

কৈলাস। ডাক্তারের পরামর্শেইতো তাই করেছিলুম—সেই ষ্টোভ্ সরিয়ে অবধিইতো আমার সর্দ্দি কফ্ আর ছাড়ছে না—নিষ্ঠুরা, হৃদয়হীনা। (কাসিল)

অমূল্য। (দীপ্তির প্রতি) তুমি যে কথাই বল্‌ছ না, ভাই।

দীপ্তি। মনটা ভালো নেই।

অমূল্য। আঃ! বেচারী স্ত্রীদের মনে ছোট খাটো কষ্ট লেগেই আছে।

কৈলাস। আর বেচারী স্বামীদেরও তাই। আমার স্ত্রী আমাকে পশমী কামফার্টার ব্যবহার কর্ত্তে দেবেনা, এর চেয়ে নিষ্ঠুরতার কথা কোথাও শুনেছেন ?

অমূল্য। নিজের আরাম ছাড়া উনি আর কিছুই ভাবেন না।

কৈলাস। কি করব, আমার আরামের কথা তো অন্য কেউ ভাবে না।

অমূল্য। এমন উদাসীনপ্রকৃতির লোক আর কখনো দেখিনি। জীবন নেই, আবেগ নেই, উচ্ছ্বাস নেই। নানা রকম খেয়াল জাগ্‌বে তবে তো স্বামী—রেগে আগুন হবে, হাত পা ছুঁড়বে, জিনীসপত্র ভাঙ্গবে; কিন্তু উনি কিছুই করেন না—দিন নেই, রাত নেই, আপাদমস্তক পশমে ঢেকে বসে থাক্‌বেন যেন পোষাকের দোকানের মাটীর মানুষটি ! বাস্তবিক সে ছাড়া আর কিছু নয় এটি। (দিপ্তীর প্রতি জনান্তিকে) ওঃ; ভাই, এর মনে যদি আমার প্রতি সন্দেহ জাগিয়ে তুল্‌তে পারতুম সে কত সুখেরই হ'তো। কিন্তু তোমার কি হয়েছে ভাই, একেবারে যে চুপ। স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া করেছ না কি ?

দীপ্তি। স্বীকার কর্চ্ছি সকালে আমাদের কিছু হ'য়ে গেছে।

অমূল্য। কি খুসির কথা! (কৈলাসের প্রতি) তুমি রেগে আমার উপর চোট্‌পাট্‌ করনা কেন ?

কৈলাস। আরে রেগে যদি হঠাৎ ঠাণ্ডা হ'য়ে পড়ি, তাহ'লে ঘাম বন্ধ হয়ে যে মরবার যো হবে।

(বাহিরে যাইবার বেশে নীহারের প্রবেশ)

নীহার। আমি একটু ঘুরে আসি। সে জন্যে আপনারা তাড়াতাড়ি চ'লে যাবেন না যেন।

দীপ্তি। তা কেন যাবেন! সারাদিন তো আমি একাই থাক্‌ব।

অমূল্য। (দীপ্তির প্রতি) আঃ! এমন স্বামী পেয়ে তোমার কত সুখ! (কৈলাসের প্রতি) দেখতো চেয়ে নীহার বাবুর দিকে, দেখনা তাঁর চালচলনটা কি রকম। এ রকম পোষাক কেন তুমি পর না?

কৈলাস। আমি! নীহার বাবুর মতন অমন পাত্‌লা পোষাক! তুমি কি আমাকে মেরে ফেল্‌তে চাও? ওর দিকে চাইলেই যে আমার শরীর ঠাণ্ডায় কাঁপ্‌তে সুরু করে।

অমূল্য। (নীহারের প্রতি) আপনি বেরিয়ে যাচ্ছেন ব'লে দুঃখিত হলুম। আপনার সঙ্গটি বেশ উপভোগ করা যাবে ভেবেছিলুম।

দীপ্তি। (স্বগত) নিশ্চয় ওদের মধ্যে কিছু আছে— (সন্দেহের সাহত উভয়কে লক্ষ্য করিয়া)

প্রথম অঙ্ক]

অমূল্য। (নীহারের প্রতি) একটা কথা আছে। (কাণাকাণি করিয়া হাসিল) হাঃ হাঃ! হাঃ! ভারি অদ্ভুত হবে এখন, না?

নীহার। হাঃ! হাঃ! বাস্তবিক—ভারি!

অমূল্য। আমি চেষ্টা করব—

নীহার। করুন, করুন—আমি তো বলেইছি। হাঃ! হাঃ!

অমূল্য। হাঃ! হাঃ! হাঃ!

নীহার। আসি তবে। (দীপ্তির প্রতি) দুপুরে না এলে ফির্‌তে রাত হ'তে পারে। আসি।

(নিষ্ক্রান্ত)

দীপ্তি। জিজ্ঞেস্ করতে পারি কি আমার স্বামীর কাণে কাণে আপনি কি বল্লেন?

অমূল্য। ওঃ! একটা হাসির কথা।

দীপ্তি। তাই নাকি?

অমূল্য। বেশ চমৎকার মানুষ উনি—তোমার স্বামীটি। আমার এটি যদি সে রকম হ'তো!

দীপ্তি। আপনার স্বামীর সঙ্গে এতটা ঠাট্টা তামাসায় এগোতে আমার সঙ্কোচই হ'তো।

অমূল্য। তা এগোও না ভাই, দয়া ক'রে একবারটি তাই কর।

দীপ্তি। আপনার কথা বুঝে উঠ্‌তে পারছি না, আমি—আমি শুধু এই বল্‌ছি একটু আগে আমার স্বামীর সঙ্গে

আপনার ব্যবহার যেমন কুরুচিকর তেমনি সন্দেহ-জনক হয়েছে।

অমূল্য। উনি তো চমৎকার লোক। (কৈলাস নিজকে শালে জড়াইতেছে—সেই দিকে চাহিয়া)

দীপ্তি। শুনি না, আপনাদের কাণাকাণির বিষয়টা কি ?

অমূল্য। আমি বিশ্বাস নষ্ট করতে পারি না।

দীপ্তি। বন্ধুতার আড়ালে আপনি আমার শান্তি নষ্ট কর্‌বেন এত নীচ হ'তে পারেন আপনি ? আমি আপনার ব্যবহার লক্ষ্য ক'রে দেখেছি,এখন আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছে আমার স্বামীর সঙ্গে আপনার গোপন চিঠি লেখালেখি হচ্ছে ; আর কৈলাস বাবু যে ঐখানে বসে অন্ধতার ভাণ কি ক'রে কর্ত্তে পারেন তাতো আমি বুঝ্‌তে পাচ্ছি না।

কৈলাস। অন্ধতার ভাণ !—কি দেখ্‌বার আছে, আমি তো জানি না।

অমূল্য। (স্বগত) এ বেশ ; এখন ওর কথায় কাণ দিলেই হয় শ্রীমানের।

দীপ্তি। কি দেখ্‌বার আছে ?—বেরিয়ে যান আমার বাড়ী থেকে, এখন থেকে আপনারা দুজনের কেউ আর এ বাড়ীতে ঢুক্‌বেন না।

কৈলাস। আমরা কি করেছি ?

দীপ্তি। (অমূল্যের প্রতি) আপনাকে একটি ভয়ানক স্ত্রীলোক ব'লে মনে কচ্ছি।

কৈলাস। সে তাই ; আমার কাম্‌ফার্টার কখনো রোদে দিয়ে রাখে না।

দীপ্তি। আপনার স্বামী আপনার আচরণের দোষ ধরতে না পারেন, কিন্তু আমি এত আত্মসম্মান বর্জ্জিত নই যে এ মাথা পেতে নেব।

অমূল্য। কি বলছ তুমি ?

কৈলাস। (উভয়ের মাঝে আসিয়া) অনুগ্রহ ক'রে—অনুগ্রহ ক'রে—আমাকে উত্তেজিত কর্‌বেন না ; আপনাদের কথা কাটাকাটি হ'লে আমি বাধা দেব, আর এই সময়ে যে কোনো বাধাই মারাত্মক হ'তে পারে।

দীপ্তি। আমি কি বল্‌ছি তা আর বুঝিয়ে বল্‌তে পারব না, তবে এখানে আপনাদের আগমনটা আর ঘন ঘন হবে না আশা করি।

অমূল্য। (কৈলাসের প্রতি) ওর এই নীচ অভিযোগটা ভালো ক'রে হৃদয়ঙ্গম না ক'রে তুমি কিছুতেই এ বাড়ী থেকে বেরিয়ো না ; ঈর্ষ্যাপরায়ণ হও, ওকে চেপে ধর।

দীপ্তি। আপনারা কি শেষে আমাকে চাকর ডাক্‌তে বাধ্য করবেন ?

অমূল্য। ওগো, (কৈলাসের প্রতি) এইবারে রেগে উঠ্‌তে পার্‌না ?

কৈলাস। না, পারি না। (দীপ্তি একটী জানালা খুলিয়া দিল) হাওয়া আস্‌ছে ; এই স্ত্রীলোকটি আমাকে হত্যা কর্ত্তে চাচ্ছে। চল, আমরা এ বাড়ী ছেড়ে যাই, নইলে কিছুক্ষণ পরে আর আমাকে জীবিত দেখবে না— আমি এসে পরে নীহার বাবুর সঙ্গে দেখা করব এবং এর একটা সদুত্তর চাব।

অমূল্য। কিন্তু একটা কথা আছে—

কৈলাস। না, না, একটাও না—আমার ডান কাঁধে এরি মধ্যে বাতে ধরেছে—মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত আমি কাঁপছি —সর্দ্দি লেগে গেছে, শেষে তোমাকে মাস খানেকের জন্যে আমার সেবা কর্ত্তে হবে। এস, চ'লে এস। (অমূল্যকে টানিয়া লইয়া নিষ্ক্রান্ত)

দীপ্তি। (একটা চেয়ারে ধপ্‌ করিয়া বসিয়া পড়িয়া) হতভাগিনী আমি, আমাকে এত দুঃখ দেবার শক্তি তাকে কেন দিলুম! এখন ওর পিছুন পিছন যাব আমি, ওর নৈরাশ্যটা চোখে দেখ্‌তে বেশ লাগ্‌বে।

অমূল্য। (বাহিরে) এখন দেখা কর্ত্তে যাবেন না, বেচারী এখন একেবারে ক্ষ্যাপা কুকুর হ'য়ে আছে।

মঞ্জুরাণী। (বাহিরে) আমাদেরে কিছু বল্‌বেনা দীপ্তি।

দীপ্তি। (বাহিরে চাহিয়া) এরা কে? সমরেন্দ্র বাবু আর তাঁর স্ত্রী?—কি জঞ্জাল—বেরিয়ে যাচ্ছিলুম—এখানে

কি কর্ত্তে এল ? দেখ্‌তে পারি না এই দম্পতিটিকে, এই তো মাত্র ছ'সাত মাস হ'লো বিয়ে হয়েছে, এরি মধ্যে সব সময় তারা কথা কাটাকাটি সুরু করেছে—আমার মত পাঁচ বৎসর যদি এই যন্ত্রণা তারা ভোগ কর্ত্তো তাহ'লেও একটা কথা ছিল, কিন্তু বিবাহিত জীবনে ছ'মাস যেতে না যেতেই এ রকম করা অন্যায়।

(সমরেন্দ্র ও মঞ্জুরাণীর প্রবেশ)

মঞ্জু। (দৌড়িয়া দীপ্তির কাছে গিয়া তার হাত ধরিয়া) কেমন আছ ভাই ? খবর না দিয়েই আমরা এসে পড়েছি, কিছু মনে ক'রো না—আমরা একটা খবর দিতে এলুম।

সমরেন্দ্র। কি অদ্ভুত কথা বল্‌ছ রাণী ? আমরা এ'কেতো কোনো খবর দিতে আসিনি !

মঞ্জু। তাহ'লে কি জন্যে এসেছি ?

সমরেন্দ্র। শুধু এইটুকু বল্‌তে যে একজন তাঁর সঙ্গে দেখা কর্ত্তে চাচ্ছে।

মঞ্জু। সেটা খবর ছাড়া কি ?

সমরেন্দ্র। না, খবর নয়।

মঞ্জু। হাঁ, খবর।

সমরেন্দ্র। সে কি ক'রে হবে ?

মঞ্জু। কাউকে কোনো কিছু সম্বন্ধে কিছু বল্‌তে আসাকে খবর দেওয়াই বলে। তুমি কেন আমার কথা কাট ?

দীপ্তি। কি খবর দিতে চাচ্ছ আমাকে ?

মঞ্জু। শুন্‌লে ? দীপ্তিও এটাকে খবর দেওয়াই বল্‌ছে।

সমরেন্দ্র। এ হ'তে পারে না।

মঞ্জু। কিন্তু এ তাই।

সমরেন্দ্র। তাই নয় ; ওঁকে তুমি কোনো খবর দাওনি এখনো।

মঞ্জু। দিতুম, তুমি বাধা না দিলে।

সমরেন্দ্র। আমি বল্‌ছি ওঁকে। আপনি জানেন কয়েক বৎসর আগে আমার স্ত্রী আমোদিনী দাসের বোর্ডিংস্কুলে কিছু দিন ছিল—কলুটোলায়—

মঞ্জু। না, মুর্গিহাটায়।

সমরেন্দ্র। কলুটোলায়।

মঞ্জু। আমি বল্‌ছি—মুর্গিহাটায়।

সমরেন্দ্র। তুমি যদি এমন ক'রে আমাকে রাগাও, তাহ'লে আমি বাড়ী চ'লে যাব।

দীপ্তি। থাক্—থাক্।

মঞ্জু। গত রাত্রে একটি বন্ধুর বাড়ীতে হঠাৎ আমাদের সঙ্গে আমোদিনী দাস ও তার স্বামীর দেখা হয় ; তখন তিনি জানালেন যে তিনি তাঁর স্কুল তু'লে দিয়েছেন,

তবে কিছু পাওনা টাওনা আছে সে সব তুল্‌ছেন; অন্য আরো নামের মধ্যে তিনি নীহার বাবুর নাম কল্লেন।

দীপ্তি। আমার স্বামীর!

মঞ্জু। হ্যাঁ, তোমার স্বামীর।

সমরেন্দ্র। রাণী, কি বল্‌ছ? এঁকে আগে থেকেই বিচলিত ক'রে তুল্‌ছ কেন? তুমি তো ঠিক জানোনা সে যে এই নীহার বাবুই; আমাদের শুধু আন্দাজ মাত্র।

মঞ্জু। আমি বল্‌ছি তোমাকে, নিশ্চয় এই নীহার বাবুই।

সমরেন্দ্র। নিশ্চয় নয়।

মঞ্জু। নিশ্চয়।

সমরেন্দ্র। দুই জন এক হ'তে পারে না।

মঞ্জু। একই।

সমরেন্দ্র। এক নয়।

দীপ্তি। রাখুন; আমার মনের অবস্থাটা ভাবুন।

মঞ্জু। আমোদিনী দাস তাঁর স্বামীর সঙ্গে নীচেই আছেন, তাঁকে উপরে আস্‌তে বল্‌ব? তাহ'লে নিজেই এসে সব বল্‌তে পারবেন।

সমরেন্দ্র। আগে তাদের এর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া দরকার।

মঞ্জু। তার কোনো দরকার নেই।

[প্রথম দৃশ্য

সমরেন্দ্র। নিশ্চয়ই আছে।

মঞ্জু। নিশ্চয়ই নাই।

সমরেন্দ্র। আমি বল্‌ছি আছে।

দীপ্তি। কথাটি কি বল।

মঞ্জু। হাঁ, বলি। এই আমোদিনী দাস বিধবা—তিনি এদিকে আবার বিয়ে করেছেন রাম কিঙ্কর নামে একটা লোককে—লোকটা নাকি আগে—কাণাকাণি) কোন ব্যারিষ্টারের বেয়ারা ছিল। লক্ষ্য ক'রে দেখো, ওর অভ্যাস যায় নি এখনো—বেল টিপ্‌লে কিম্বা দরজায় ঘা দিলেই ও লাফিয়ে ওঠে—ডাকে সাড়া দেওয়াটা ওর মজ্জাগত হ'য়ে আছে কি না। লাফিয়ে উঠ্‌তেই আমোদিনী দাস চোখে শাসিয়ে ওকে দমিয়ে রাখে—চোখের সেই শাসানির কথা মনে হ'লে এখনো আমার গা কাঁপে—আমি কিছুদিন পড়েছি কি না ওর স্কুলে। দুটিতে বেশ মিলেছে—স্বামী কথা বল্‌তে উচ্চারণের ভুল করে, আর স্ত্রী প্রকাশ্যেই তা শোধ্‌রিয়ে দেয়—বেশ মজা কিন্তু।

সমরেন্দ্র। আরে রাণী, দরকারী কথাটা বল না ওঁকে—বাজে কথায় কি হবে!

মঞ্জু। বাজে তো বলিনি কিছু, যা দরকার তাই বলিছি।

সমরেন্দ্র। না, তা বলনি।

মঞ্জু। হাঁ, তা বলিছি।

সমরেন্দ্র। বলনি তুমি।

দীপ্তি। তাদেরে আসতে বল ; তাদের মুখেই শোনা যাবে।

মঞ্জু। (ডাকিল) উপরে চ'লে আসুন, মিসেস্ দাস, আপনার স্বামীকে নিয়ে।

সমরেন্দ্র। ওর স্বামীকে ডাকার দরকার কি ?

মঞ্জু। আছে।

সমরেন্দ্র। না, নেই।

মঞ্জু। হাঁ, আছে।

সমরেন্দ্র। এসে পড়েছে, গোল ক'রো না।

মঞ্জু। তুমিই তো গোল করেছ।

সমরেন্দ্র। না, করিনি।

মঞ্জু। হাঁ, করেছ। (রামকিঙ্কর ও আমোদিনীর প্রবেশ) এই রামকিঙ্কর দাস—আর তাঁর স্ত্রী আমোদিনী দাস। কি জন্যে এসেছেন বলুন।

আমোদিনী। (রামের প্রতি) আঃ, অত নুইয়ে নমস্কার কর কেন ? (দীপ্তির প্রতি) নীহার বাবু নামে একটি ভদ্রলোক দু' বৎসর আগে বছর চৌদ্দ বয়সের একটি মেয়েকে আমার বোর্ডিং স্কুলে রেখেছিলেন—সেই নীহার বাবু আর এ বাড়ীর নীহার বাবু এক ব্যক্তি কি না তাই জানতে এসেছি।

[প্রথম দৃশ্য

দীপ্তি। চৌদ্দ বছরের মেয়ে! আমার স্বামী রেখেছিলেন আপনার কাছে ?

সমরেন্দ্র। আগে দেখে নিন্ আপনার স্বামীই রেখেছিলেন কিনা।

আমোদিনী। ওঁর পূরো নাম হচ্ছে—নীহার রঞ্জন রায়।

রাম। নীহার রঞ্জন রায়—বাবুলোক—

আমোদিনী। তুমি চুপ্ কর।

দীপ্তি। ঠিক নামই।

আমোদিনী। শুনেছি সদাগরী আপিসে কাজ কর্ত্তেন।

দীপ্তি। ঠিক।

আমোদিনী। তখনই বিয়ে করেছেন।

দীপ্তি। আর সন্দেহ নেই। যে মেয়েটিকে আপনার কাছে রাখা হয় সেটি—

আমোদিনী। খুব সুন্দরী!

দীপ্তি। হুঁ।

রাম। ভারি চমৎকার 'আগ্রন্' বাজাতে পারতো।

আমোদিনী। 'আগ্রন্' নয় 'অর্গ্যাণ'। লেখাপড়ার জন্যে আমার কাছে ততটা রাখা হয় নি তাকে—রাখা হয়েছিল সেখানে কম পয়সায় একটি ভালো ভদ্র জায়গা হিসেবে।

দীপ্তি। একথা তো আমি আর শুনিনি আগে! কে মেয়েটি জানি না। তার নাম ?

আমোদিনী। গীতা।

দীপ্তি। সে এখন কোথায় ?

আমোদিনী। সে প্রশ্নের উত্তর দিতে আমি সম্পূর্ণ অপারগ—দেড় বৎসর আমার সঙ্গে ছিল, তারপর হঠাৎ অন্তর্হিত হ'য়ে গেল।

রাম। কারু সঙ্গে পালিয়েছে বোধ হয়—একটি ছোক্‌রা।

আমোদিনী। চুপ কর।

রাম। করলুম।

আমোদিনী। তার চ'লে যাওয়ার সময় তার কাছে কিছু পাওনা হয়েছে দেখা গেল হিসেব ক'রে।

রাম। দুই কুড়ি আড়াই টাকা।

আমোদিনী। সাড়ে বিয়াল্লিশ টাকা।

দীপ্তি। কিছুই বুঝে উঠ্‌তে পারছি না। কে মেয়েটা ? ওকে কি আমার স্বামীর—আমার স্বামীর—খুব—খুব—অনুগত দেখাতো ?

আমোদিনী। খুব।

রাম। একদিন হঠাৎ ঘরে ঢুকে দেখি নীহার বাবুর কাঁধে মাথা রেখে মেয়েটি একেবারে সাশ্রু-গঙ্গা বহিয়ে দিচ্ছে চোখে।

আমোদিনী। অশ্রুগঙ্গা।

রাম। হাঁ, অশ্রুগঙ্গা।

[প্রথম দৃশ্য

দীপ্তি। (স্বগত) এ তারই প্রলোভনে পতিত কেউ হবে, কোনো সন্দেহ নেই—এ রহস্য ভেদ করা যায় কি ক'রে—আচম্‌কা মুখের উপর জিজ্ঞেস্‌ ক'রে ফেল্‌তে হবে। হুঁ, আচ্ছা হয়েছে—(সমরেন্দ্র ও মঞ্জুরাণীর প্রতি) আপনারা এ সম্বন্ধে আমার স্বামীকে একটি কথাও বল্‌বেন না—আমিই প্রথম বল্‌তে চাই। কাল সকালে এখানে চা খাবার নিমন্ত্রণ রইলো আপনাদের। (আমোদিনীর প্রতি) আপনারাও আস্‌বেন। আমার স্বামীকে আপনার কাছে তখন উপস্থিত করব—তখন মুখের উপর আমার স্বামী কিছুই অস্বীকার কর্ত্তে পার্ব্বেন না। আপনারা আস্‌বেন সব—আমার পরিচিত বন্ধু বান্ধব সকলকেই বল্‌ব। (স্বগত) সকলের কাছে তাকে ধরিয়ে দিতে হবে।

আমোদিনী। তা আস্‌ব।

দীপ্তি। কাল সকালে "৭" টায়।

আমোদিনী। ঠিক সময়ে আস্‌ব।

রাম। (জনান্তিকে) কাল সকালে যে চিড়িয়াখানায় আমাকে হনুমান দেখাতে নিয়ে যাবার কথা?

আমোদিনী। সেটা বাদ দিতে হবে।

রাম। তোমার খালি বাদ দেওয়া, খালি বাদ দেওয়া; কোন্ দিন জানি তুমি আমাকেই বাদ দিয়ে দেও। তুমি চিরকাল আমাকে এ রকম নৈরাশ কর।

আমোদিনী। (তার দিকে ভীষণ ভাবে চাহিয়া) "নিরাশ" বল।

রাম। আরে বাবারে, এই "নিত্র যুগলের" চাওনির কাছে—

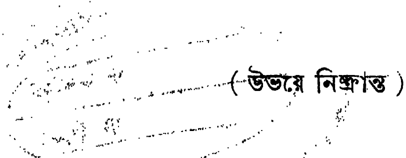
আমোদিনী। চুপ। "নিত্র" নয়—"নেত্র"—"নেত্র যুগল"! (দীপ্তির প্রতি) তাহ'লে এখন আমরা আসি।

দীপ্তি। আসুন। (ডাকিল) ওরে, কে আছিস্ রে! (ডাক শুনিয়া রামকিঙ্কর লাফাইয়া উঠিয়া অগ্রসর হইয়া "আজ্ঞে" বলিবামাত্র আমোদিনী তাকে চোখে হাতে শাসাইয়া রাখিল)

আমোদিনী। ভু'লে যাও বার বার!

রাম। ও কাটিয়ে উঠ্‌তে পারি—তবে কি জানো—কেউ মনিবী ডাক ডাক্‌লেই যেন আমার সারা গায়ে সাড়া পড়ে।

আমোদিনী। আসি তবে, নমস্কার। (জনান্তিকে) বেশ ভদ্রলোকের মত নমস্কার ক'রে আস্‌তে যেন ভুল হয় না।



(উভয়ে নিষ্ক্রান্ত)

মঞ্জু। (দীপ্তির মুখ হাতে লুকানো দেখিয়া) দেখ ভাই, এ নিয়ে তুমি এতটা মুষ্‌ড়ে পড়োনা।

সমরেন্দ্র। রাণী, তুমি আর এখন মিছে সান্ত্বনা দিতে চেয়োনা, তোমার জানা উচিত অনেক সময় চোখের জল বেরিয়ে যাওয়াই দুঃখের আরাম।

মঞ্জু। না, তা তো মনে হয়না ; কেঁদে কেঁদে বুক ফাটিয়ে দেওয়া সেও আবার আরাম !

সমরেন্দ্র। হ্যাঁ, সে আরামইতো।

মঞ্জু। না, আরাম নয়—কখনই নয়—তুমি কি ক'রে জান্‌লে ? তুমি তো কখনো কাঁদো না।

সমরেন্দ্র। বিশেষ কোনো ঘটনার জন্যে অশ্রু সঞ্চয় ক'রে রাখাই আমি পছন্দ করি।

মঞ্জু। হাঁ—যখন আমাকে হারাবে ?

সমরেন্দ্র। হাঁ, নিশ্চয়ই তাই রাণী।

মঞ্জু। আমাদের বিয়ের পর এতটা আদরের কথা আর কখন বলনি।

সমরেন্দ্র। হাঁ—বলেছি। অবিশ্যি ঠিক ফুল শয্যার পরের দিন বলিনি।

মঞ্জু। না, বলনি।

সমরেন্দ্র। হাঁ, আমি বল্‌ছি—নিশ্চয় ব'লেছি।

মঞ্জু। না, বলনি।

দীপ্তি। আপনাদের মধুর দাম্পত্য আলাপ একটু থামান তো।

মঞ্জু। সব সময় আমার সঙ্গে কথা কাটাকাটি করে।

দীপ্তি। আমার স্বামীর সঙ্গে যদি দেখা হয়, অনুগ্রহ ক'রে এ বিষয় কিছুই বল্‌বেন না ; আর নিরুপায় হ'য়ে আমি যদি কখনো বিশেষ কোনো উপায় অবলম্বন

ক'রে বসি,তাহ'লে আপনারা আমাকে ক্ষমা করবেন।
(একটা চেয়ারে বসিয়া পড়িল)

মঞ্জু। এস, আমরা যাই, দুঃখের সময় সঙ্গ ভালো লাগে না।

সমরেন্দ্র। বরং সে সময়ই সঙ্গে থেকে সান্ত্বনা দেওয়া দরকার।

মঞ্জু। আচ্ছা, সান্ত্বনাকারীটি তো তুমি! তুমি কাল আমাকে কেমন সান্ত্বনা দিয়েছিলে যখন সেই ভীষণ শাড়ীটা বাড়ীতে নিয়ে এলো ?

সমরেন্দ্র। তোমার রুচি অনুসারেই এসেছিল।

মঞ্জু। না, তা নয়।

সমরেন্দ্র। তুমিইতো ব'লে এসেছিলে, নীল জমিনে জড়ীর কাজ চাই।

মঞ্জু। এটা আমি দেখ্‌তেই পারি না।

সমরেন্দ্র। ঠিক এটার জন্যেই অর্ডার দিয়ে এসেছিলে।

মঞ্জু। যখন আমি শাড়ীটা পর্‌লুম তখন তুমি বল্লে এমন ভয়ানক কিছু দেখনি তুমি জীবনে।

সমরেন্দ্র। আমি বলিনি।

মঞ্জু। বলেছিলে—বাড়ী গিয়ে এটা আমি পুড়িয়ে ফেল্‌ব।

সমরেন্দ্র। লঙ্কাকাণ্ড কর্ত্তে আমি কিছুতেই অনুমতি দিতে পারি না।

মঞ্জু। আমি নিশ্চয়ই পোড়াব, আর তোমাকে রাগাবার জন্যে সেই হল্‌দে রঙের শাড়ীটা সব সময় প'রে বসে থাক্‌ব।

সমরেন্দ্র। আরে না—না—অমন কর্ত্তে নেই।

(সমরেন্দ্র-মঞ্জু)

ডুয়েট গান।

সমর। গরবিণী ঠমক মণি—
রসের যেন ঝর্ণাখানি!
ঝাল টকের মিঠে চাটুনি—
চাওনা ফিরে চাওনা ধনি—
জ্বালিওনা আর এমনি!

মঞ্জু। আমি পর্‌বো ঐ হল্‌দে শাড়ী—
দেখ্‌লে তুমি যা চট ভারি—
কাণে দেবো মতির দুল্‌—
যাহা তোমার চক্ষু শূল—
জেনো তাতে হবেনা ভুল।

সমর। তা যত ইচ্ছে সাজনা সং—
দেখাও না তোমার রং ঢং—
জানি এসব রোগ ভারি—
পয়জার মারলেই যায় সার!
(ঢের হয়েছে) চেপে যাও বাড়াবাড়ি!

মঞ্জু। মরি মরি কি কথার ছিরি—
শুন্‌লে চটে মেজাজ ভারি—
সায় দেওনা কথায় তুমি—
তোমার সঙ্গে বনাবনি—
হবেনা মনে ঠিক জানি! (মঞ্জু প্রস্থান)

সমরেন্দ্র। রাণী, তুমি এমন অদ্ভুত হ'লে কি ক'রে ? আঃ! একটু অপেক্ষা কর না! এমন মেজাজ তো কখনো দেখিনি বাবা!

মঞ্জু। (বাহিরে) আমি একাই বাড়ী যাব।

সমরেন্দ্র। না, যেতে পারবে না।

মঞ্জু। (বাহিরে) যাবই।

সমরেন্দ্র। যেতে পারবে না।

মঞ্জু। (বাহিরে) যাবই।

সমরেন্দ্র। না, পারবে না।

মঞ্জু। (বাহিরে) তোমাকে দেখ্‌তে পারিনা আমি।

সমরেন্দ্র। পার।

মঞ্জু। (বাহিরে) না, পারি না।

সমরেন্দ্র। হাঁ, পার।

মঞ্জু। (বাহিরে) না, পারি না।

সমরেন্দ্র। আঃ! একেবারে জ্বালিয়ে মার্‌লে।

(পশ্চাতে নিষ্ক্রান্ত)

দীপ্তি। এর পূর্ব্বে ঠিক ঈর্ষ্যা আর সন্দেহ কাকে বলে টের পাইনি—এখন যে সত্যিকার মনের কষ্ট ভোগ কচ্ছি তার তুলনায় আগে যা ভোগ করেছি তা আমার মনের খেয়াল ছাড়া আর কিছু নয়। কে হ'তে পারে এই মেয়েটা ? এখন সে কোথায় ও নিশ্চয়ই বেশ

জানে—সন্দেহ নেই মেয়েটায় কাছে গিয়েও থাকে—হ'তে পারে এই মুহূর্ত্তেই হয়ত তার সঙ্গ উপভোগ কচ্ছে। আম চ'লে যাব এই বাড়ী ছেড়ে—এ আর সহ্য কর্ত্তে পারছি না আমি।

(বেগে বাহির হইয়া যাইবে সেই সময় নীহারের প্রবেশ)

নীহার। এত বেগে কোথায় রোয়ানা হয়েছ ?

দীপ্তি। (মনের ভাব চাপিয়া) এত শীগ্‌গির ফিরলে ?

নীহার। (ডেস্কের কাছে গিয়া) টাকা রেখে গেছিলাম ভুলে।

দীপ্তি। আশাকরি বেড়িয়ে খুব খুসি হ'য়ে এসেছ ?

নীহার। হাঁ, খুব।

দীপ্তি। অবিশ্যি নিরাশ হ'য়ে তেমন কিছু বিরক্ত হওনি ; নিশ্চিত সুখের জায়গাতো মনে মনে ঠিকই ছিল।

নীহার। হাঁ, দীপ্তি, তাই ফিরে এলুম তোমার কাছে।

দীপ্তি। তুমি ভাবতেও পারনি যে তোমার "কাজের চিঠি" টি আমিই লিখেছিলুম।

নীহার। তাই না কি—এঁ্যা ? এই তুচ্ছ কৌশল ক'রে কি লাভ হ'লো ?

দীপ্তি। সে বিষয়ে তোমার তৎক্ষণাৎ মনোযোগ দেওয়াতেই তোমার বিশ্বাসঘাতকতার পরিষ্কার প্রমাণ পাওয়া গেছে।

নীহার। তাই নাকি ! এর চেয়ে ভালো উপায় কিছু পেলে না ?

দীপ্তি। উপায় উদ্ভাবনের বুদ্ধি খেলানোর আর অবসর কই; এখন আমার দুর্দ্দশা সম্বন্ধে আমার নিশ্চিত ধারণা হ'য়ে গেছে।

নীহার। কি দুর্দ্দশা?

দীপ্তি। লুকোচুরি ক'রে বেড়ায় এমন একটি স্বামী লাভ। (স্বগত) যা শুনেছি সে সম্বন্ধে কিছু বল্‌ব না মনে করেছিলুম, কিন্তু লোভ সাম্‌লাতে প্যাচ্ছ না। বল্‌তেই হবে, হয়ত নির্দ্দোষও হ'তে পারে। (উচ্চে) আচ্ছা, শুন দেখি—"গীতা" নামটি তোমার জানা আছে?

নীহার। (চেয়ার হইতে চম্‌কিয়া উঠিয়া) কে ব'লে গেল সে নাম তোমার কাছে? কে বলেছে তার কথা তোমার কাছে?

দীপ্তি। ওঃ! এখন আমার আর কোনো সন্দেহ নেই—কোনো সন্দেহ নেই। তোমার উত্তেজনা থেকেই বোঝা যাচ্ছে, তোমার কিছু বল্‌বার নেই। আর লুকোবে কি ক'রে?

নীহার। কে এসেছিল এখানে এর মধ্যে?

দীপ্তি। আমি নাম বল্‌ব না।

নীহার। (দীপ্তির বাহু ধরিয়া) তোমাকে বল্‌তেই হবে।

দীপ্তি। ছেড়ে দাও! গায়ের জোর দেখাচ্ছ যে? রাগে

[প্রথম দৃশ্য

কি লজ্জা ঢাকা যাবে? শোন আমার কথা! আমি কিছু একটা ক'রে বস্‌বার আগে তোমাকে একটী সুযোগ দেব সদুত্তর দেবার। কাল সকালে বাড়ী থাক্‌বে কথা দাও, এর মধ্যে আমি এ সম্বন্ধে একটী কথাও তুল্‌ব না—সেই পর্য্যন্ত আমি আমার মনের ভাব সমস্ত চেপে রাখ্‌ব। যে প্রতিশোধ দিতে যাচ্ছি তাতে আমার আনন্দ নেই কিন্তু সত্যি সত্যি যদি আমার রাগের কারণ থেকে থাকে এবং তা থেকে যদি একদিন আমাদের সুখের ঘরে আগুন লাগে তো সে দোষ একা তোমারই।

(নিষ্ক্রান্ত)

নীহার। কি আছে ওর মনে? কে এসেছিল এইখানে? কার কাছ থেকে শুন্‌লে? কিন্তু কোনো উত্তর দেবার চেষ্টা তো আমি কর্ত্তে পারি না; ঐ দুর্ভাগিনী মেয়েটা সম্বন্ধে কিছু প্রকাশ করা এখন আমার পক্ষে অসম্ভব।

(কৈলাসের প্রবেশ)

কৈলাস। না ব'লে ক'য়েই এসে পড়্‌লুম, মাপ করবেন—জান্‌তুম আপনি বাড়ী ফিরেছেন—আমি এসেছি আমার স্ত্রীর কথায়—তিনি বলেন—না, আগে ঐ জানালাটা বন্ধ কর্ত্তে হবে—(নিজে গিয়া জানালা বন্ধ

করিল) তিনি বলেন—না, তিনি বলেন না—আপনার স্ত্রী বলেন যে আমার স্ত্রী ও আপনার মধ্যে এক বেশী মেশামেশি রয়েছে—সেটার মানে কি জানি না—কিন্তু আমার স্ত্রী জিদ ক'রে বস্‌লেন, আমাকে আস্‌তেই হবে—এই কণকণে বাতাসে জীবন বিপন্ন ক'রেই আমাকে আস্‌তে হয়েছে—আমি তাই এসে আমার তৃপ্তির জন্যে এ কথাটা আপনাকে জিজ্ঞেস্ কচ্ছি, এই একটু বেশী মেশামেশিটা সত্যিই আছে কি না? যদি না থেকে থাকে তাহ'লে আপনার স্ত্রী এসে ক্ষমা প্রার্থনা করুন, আর যদি থেকেই থাকে তাহ'লে কি করা যায় বলুন তো?

নীহার। আপনি আমার স্ত্রীর মেজাজ তো বেশ জানেন। নিশ্চয় জান্‌বেন, তাঁর সন্দেহের কোনো ভিত্তি নেই।

কৈলাস। তাই হবে জান্‌তুম—এ সব শুধু আমাকে উত্তেজিত ক'রে তুলবার জন্যে আমার স্ত্রীর চেষ্টা ছাড়া কিছুই নহে।

নীহার। একটা কথা আছে আপনার সঙ্গে।—(কৈলাসকে সম্মুখে আনিয়া) আমি যখন বেরিয়ে যাই তখন আপনি এখানে ছিলেন—আপনারা থাকা সময় আর কেউ কি এসেছিল এখানে?

কৈলাস। সমরেন্দ্র বাবু ও তাঁর স্ত্রী এসেছিলেন।

নীহার। (স্বগত) তারা নিশ্চয় জানে না কিছু—না-না—জান্‌তেও পারে। হ্যাঁ, একটা উপায় এসেছে মাথায়, (প্রকাশ্যে) কৈলাস বাবু, আপনি তো আমাকে অনেক দিন থেকে স্নেহের চক্ষে দেখে থাকেন!

কৈলাস। নিশ্চয়। এতদিনের পরিচয়।

নীহার। কি উপায়ে জানি না, আমার স্ত্রী একটী যুবতী মেয়ের সঙ্গে আমার সম্বন্ধে আবিষ্কার ক'রে বসেছেন।

কৈলাস। হুঁ, বুঝ্‌লুম!

নীহার। তার সম্বন্ধে আমার কিছুই প্রকাশ ক'রে বল্‌বার উপায় নেই।

কৈলাস। এখন আপনার অভিপ্রায়?

নীহার। আমার এই মুস্কিলের অবস্থা থেকে আপনি আমাকে উদ্ধার কর্ত্তে পারেন।

কৈলাস। কি ক'রে?

নীহার। এই মেয়েটিকে আমি কিছুদিন আগে একটী মেয়ে-বোর্ডিংয়ে রেখেছিলাম—

কৈলাস। হুঁ!

নীহার। সেখান থেকে সে অন্তর্দ্ধান হয়, তার পরে তার আর কোনো খোঁজ পাওয়া যায় নি।

কৈলাস। তারপর?

নীহার। এই একটু আগেই এখন আমার স্ত্রী তার নাম করেছে।

প্রথম অঙ্ক]

কৈলাস। তাহ'লে অবিশ্যি তিনি সমস্ত আবিষ্কার করেছেন!

নীহার। আপনাকে প্রকাশ্যে ঘোষণা কর্ত্তে হবে যে সে আপনারি।

কৈলাস। কি!

নীহার। আপনারি কন্যা—আর আপনার কথা গোপন রাখ্‌তেই তার ভার আমাকে নিতে হয়।

কৈলাস। বাঃ! আমার স্ত্রী কি বল্‌বে? সে যে আমাকে খুন ক'রে ফেল্‌বে! আর তার মুখের দিকে চেয়ে ও কথা কি আমি বজায় রাখ্‌তে পার্‌ব?

নীহার। কিন্তু তিনি যদি জান্‌তে পারেন যে—

কৈলাস। কি? (নীহার কৈলাসের কাণের কাছে কি বলিল—কৈলাস অত্যন্ত আতঙ্কে কয়েক পা পিছাইয়া গেল) উঃ, আমি মরেছি!

নীহার। দেখ্‌ছেন তো আপনার সম্বন্ধে যা ভেবেছিলেন তার চাইতেও আমি অনেক বেশী জানি। এখন বুঝ্‌তে পারছেন তো যে এই ষড়যন্ত্র সিদ্ধ করা বেশী শক্ত কথা নয়। আপনি আমাকে সাহায্য না করলে আমাকে ব'লেই দিতে হবে—

কৈলাস। পায়ে পড়্‌ছি, একটী কথাও বল্‌বেন না—আমাকে ঠাণ্ডা জলে ডুবিয়ে রাখুন, সারারাত বাইরে থাকৃতে

বলুন—যা খুসি তাই করুন, কিন্তু এ কথা ঘুণাক্ষরেও বল্‌বেন না যে—

নীহার। তাহ'লে আমি যা অনুরোধ কর্চ্ছি তাই করুন।

কৈলাস। করব—শপথ কর্চ্ছি—হ'লো তো—(প্রায় পায় ধরিতে উদ্যত, নীহার ধরিয়া ফেলিল)

নীহার আমাকে বাঁচান—আপনিও বাঁচ্‌বেন।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

কলাসের বাড়ীর একটি কক্ষ। অমূল্যবালা একটি চিঠি হাতে বসিয়া আছে।

অমূল্য। কি আশ্চর্য্য! দীপ্তির চিঠি! দেখি কি লিখেছে, "দিদি, কাল্‌কে যা বলিছি তার জন্যে আমাকে ক্ষমা করবেন—আমার মেজাজ ভালো ছিল না—কি বলেছি বুঝ্‌তে পারিনি—এ আমার অন্যায় হয়েছে—ক্ষমা করবেন। আজ সকালে আমার বাড়ীতে এসে চা খাবেন—আপনার স্বামীকেও নিয়ে আস্‌বেন, যেন অন্যথা না হয়—আরো কেউ কেউ আস্‌বেন। ইতি—আপনার দীপ্তি।" কি আশ্চর্য্য স্ত্রীলোক! কাল্‌কে তার বাড়ী যেতে নিষেধ করেছে, আজ্‌কেই নিমন্ত্রণ ক'রে পাঠিয়েছে! বলেছে যখন, যাবো। উনি পোষাক কর্ত্তে কত সময়ই নিচ্ছেন, আমি তো প্রস্তুত হ'য়ে আছি। ওগো, তোমার হ'লো?

কৈলাস। (ভিতরে) এই তো হ'লো ব'লে; এই তিন নম্বর ওয়েষ্ট কোট লাগাচ্ছি।

অমূল্য। গঞ্জিতে, সার্টে, কোটে, ওয়েষ্ট কোটে এ রকম গোটা

ছয় গায় লাগায় তবে ছাড়ে! এতগুলো প'রে কি ক'রে যে শ্বাস ফেলে তাই ভাবি। আমি হ'লে তো দম বন্ধ হ'য়ে মারা যেতুম। কাল রাত থেকে ওর কি হয়েছে বুঝ্‌ছি না—মুখ ভার—সারারাত্রি এপাশ ওপাশ করেছে—মাঝে মাঝে ঘুমের ঘোরে কত কি ব'লে উঠেছে—একবার বল্লে, "যা বল্‌তে হয় বল—ওকথা ঘুণাক্ষরেও ব'লো না।" কি ব্যাপার? আজ সকালেও দেখ্‌ছি রক্তচক্ষু! খুন খারাপি কিছু ক'রে আসেনি তো? ওঃ! প্রশ্ন ক'রে দেখ্‌তে হচ্ছে। (পোষাক পরিয়া কৈলাসের প্রবেশ) কি—কেমন আছ এখন?

কৈলাস। ভালো নয়।

অমূল্য। ধ র তোমার যেন জ্বর হয়েছে—দেখি নাড়ী। (নাড়ী টিপিয়া) তোমার অসুখ! তুমি থাকো।

কৈলাস। ন যে:ত পারবো—যেতেই হবে।

অমূল্য। তোমার মানসিক কোনো উদ্বেগ আছে ব'লে মনে হচ্ছে।

কৈলাস। ভগবান! তুমি কি—তুমি কি তাই মনে কচ্ছ?

অমূল্য। তোমার মাথাও গরম—জানালাগুলো খু'লে দি।

কৈলাস। না—না—কিছুতেই না।

অমূল্য। জ্বর এলো কেন?

কৈলাস। আমি—আমি জানি না।

অমূল্য। তোমার মনে অসুখ।

কৈলাস। দেখ, এমন ভীষণ ভাবে আমার সঙ্গে কথা ক'য়ো না, আমাকে আপাদ-মস্তক কাঁপিয়ে তুল্‌ছ।

অমূল্য। রাত্রিটা ভারি খারাপ কেটেছে তোমার।

কৈলাস। তাই।

অমূল্য। ঘুমের মধ্যে কত কি ব'লে উঠেছ।

কৈলাস। (শঙ্কিত) না! বলেছি নাকি? কি বলেছি?

অমূল্য। আমার সন্দেহ সৃষ্টি করবার পক্ষে যথেষ্ট।

কৈলাস। (স্বগত) আরে বাপ্‌রে! কি বলেছি কে জানে? কি উপায় হবে আমার?

অমূল্য বল আমাকে—কি জন্যে এমন হ'য়ে পড়েছ তুমি?

কৈলাস। (স্বগত) যাক্—জানে না—আবার ধড়ে প্রাণ এল।

অমূল্য। বল—উত্তর দাও—কি করেছ তুমি?

কৈলাস। আমি—আমি কাল সুয়েটার গায় দিয়ে যেতে ভু'লে গেছিলুম।

অমূল্য। মিথ্যাবাদী! প্রবঞ্চক! এসব খাট্‌বে না। কি ব্যাপার আমাকে না বলা পর্য্যন্ত তোমাকে অব্যাহতি দিব না। কিছু একটা হয়েছে নিশ্চয়, আর তার সঙ্গে নীহার বাবুরও নিশ্চয় যোগ আছে। কাল রাত্রে তাঁর কাছ থেকে আসা অবধিই লক্ষ্য কর্‌ছি

তোমার পরিবর্ত্তন। রান্না ঘরের জানালা খুলে রেখে গেল—সেদিকে লক্ষ্য ছিল না—সারারাত সার্সিভাঙ্গ দিয়ে বাতাস এল—ভ্রূক্ষেপ নেই—রাত্রে খেলেও না কিছু—ঘরে আগুন রাখ্‌তেও বল্‌লে না—'উঃ! আঃ!'—শুনেছি সব সারারাত। প্রস্তুত হ'য়ে নাও, সব না বল্লে রক্ষা নেই তোমার—এখন একটু আস্‌ছি আমি—(স্বগত) এইবার এই নিশ্চল পাথরটা যদি কিছু ন'ড়ে উঠে।

(নিষ্ক্রান্ত)

কৈলাস। আমি গেছি ; জান্‌তুম একদিন এ দিন আস্‌বে। ও কিছু সন্দেহ কচ্ছে নিশ্চয়। এখন তো নিমন্ত্রণ রাখ্‌তে যাচ্ছি—কি নিমন্ত্রণই সে হবে—ওঃ! মনের এই অবস্থায়—এখন না গিয়েও তো উপায় নেই—সন্দেহ বাড়বে—তা ছাড়া—ওঃ! কি করি? সে কথা যদি গোপনে রাখে তাহ'লে আমি যা বল্‌ব তাতে সকলের মধ্যে বেশ একটু নাড়া প'ড়ে যাবে। যে মেয়েটাকে নিজের ব'লে ঘোষণা কর্ত্তে যাচ্ছি সেটি কে? হাঃ! হাঃ!—এখন বুঝ্‌ছি, আমার ভয় নেই, সে আমার কথা ব'লে দিতে সাহস পাবে না ; আমি তার কবলে যেমন, সেও তেমনি আমার কবলে, কিন্তু আমার কথা সে জান্‌লে কি ক'রে! সে তা

বল্‌বে না। আমার প্রথমা স্ত্রীটি কি তাহ'লে এ অঞ্চলে এসে আবির্ভূত হয়েছে! সে তো বেঁচে নেই, এই গুজবই শুনেছিলুম—অবিশ্যি সেটা ঠিক নয়। কিন্তু এতদিন নিরুদ্দেশ থেকে শেষে—না—ওঃ! উপায়? (কাঁপিতে লাগিল)

(দিগিন্দ্র চৌধুরী ও পূর্ণশশীকে লইয়া অমূল্যবালার প্রবেশ)

অমূল্য। আসুন, আসুন, আর কেউ নেই এখানে।

কৈলাস। আঃ, দিগিন্দ্র বাবু! আপনার কথাই ভাব্‌ছিলুম।

অমূল্য! এঁরাও নিমন্ত্রণ পেয়েছেন—পথে যেতে জান্‌তে এসেছেন, আমরাও যাচ্ছি কি না।

পূর্ণশশী। কৈলাস বাবুকে এমন অসুস্থ দেখাচ্ছে কেন?

দিগিন্দ্র। ওঁর হয়েছে কি?

অমূল্য। জানি না; কি অসুখ তিনি তো গোপনেই রাখ্‌ছেন।

পূর্ণশশী। আমারি মতন; নির্জ্জনে ভুগ্‌তে ভালোবাসেন; কারু কাছে কিছু মুখ ফুটে না ব'লে মনে মনেই সব চেপে রাখেন।

দগিন্দ্র। তোমার বোকামি!

অমূল্য। আমাদের মতন নিমন্ত্রণ পেয়ে এঁরাও খুব আশ্চর্য্য হয়েছেন।

পূর্ণশশী। সে দিন ওদের বাড়ীতে গেলে দীপ্তি আমার সম্বন্ধে ভারি একটা নীচ সন্দেহের ইঙ্গিত করলে।

দিগিন্দ্র। পাগল আর কাকে বলে!

পূর্ণশশী। কিন্তু তার ঈর্ষ্যা ও সন্দেহ হবার কারণ আছে।

দিগিন্দ্র। নিশ্চয়, যখন তুমি উপস্থিত।

পূর্ণশশী। কাল্‌কে আমাদের বাড়ীর কাছ দিয়ে একটি মেয়ের অনুসরণ কচ্ছিলেন নীহার বাবু, সে তো আমরা দেখেছি।

দিগিন্দ্র। তাতে কি হয়েছে? পুরুষ জাতির তো ইহা স্বাভাবিক অধিকার।

অমূল্য। এই আমার স্বামীটি অবিশ্যি সেই নিয়মের ব্যতিক্রম। স্বয়ং উর্ব্বশী যদি তার সমস্ত সৌন্দর্য্য নিয়ে সমুদ্র বক্ষ থেকে উঠেই এঁর সম্মুখে এসে দাড়াতেন, তাহ'লেও উনি পাছে ঠাণ্ডা লাগে সেই ভয়ে সেই সমুদ্র কন্যার কাছ থেকে শত হস্ত দূরে চ'লে যেতেন।

পূর্ণশশী। নীহার বাবুর আচরণ সম্বন্ধে আমাদের অনুসন্ধানের ফল কৈলাস বাবুকে জানিয়ে দাও।

দিগিন্দ্র। ক্রুঃ! সে তুমিই বল।

পূর্ণশশী। নীহার বাবু যে যুবতীটির অনুসরণ কচ্ছিলেন সেটি শেষে হল্‌দে শাড়ীপরা একটি বয়স্কা স্ত্রীলোকের সঙ্গে মিশ্‌ল।

কৈলাস। (স্বগত) এঁ্যা! হল্‌দে শাড়ীপরা বয়স্কা স্ত্রীলোক— সেই—নীহার তো বলেছে হল্‌দে শাড়ী পরা—।

দ্বিতীয় অঙ্ক]

পূর্ণশশী। অনেকটা পুরুষের মতন দেখ্‌তে ; নীহার বাবু তার সঙ্গে যেন গভীর কথায় মনোনিবিষ্ট হ'য়ে গেলেন মনে হ'লো—তারপর বিচ্ছিন্ন হ'য়ে গেল তারা—সেই স্ত্রীলোকটি নিকটেই একটা বাড়ীতে ঢুক্‌লে—আমার চাকর জিজ্ঞেস্‌ ক'রে জান্‌লে, সে স্ত্রীলোকটি—

কৈলাস। কি ? (উঠিয়া)

পূর্ণশশী। আসামে কোথায় শ্রীপুর থেকে এসেছে।

অমূল্য। (কৈলাসের প্রতি) যেখানে তোমার সম্পত্তি রয়েছে।

পূর্ণশশী। এই কিছুদিন মাত্র এখানে এসেছে; তার উদ্দেশ্য নাকি তার স্বামীকে খুঁজে বের করা ; তার স্বামী নাকি তাকে ত্যাগ ক'রে এসেছে ; আশ্চর্য্য !—সেই স্বামীটির নাম না কি—

কৈলাস। ওঃ ! (ধপ্‌ করিয়া একটা চেয়ারে বসিয়া পড়িল)

অমূল্য। কি হ'লো ?—কি হ'লো ?

দিগিন্দ্র। মূর্চ্ছার মতন অবস্থা দেখ্‌ছি—জল—জল—

পূর্ণশশী। জল—

দিগিন্দ্র। জানালাগুলো খু'লে দাও—জানালাগুলো খু'লে দাও।

(দিগিন্দ্র জানালা খুলিতে যাইবে—অমূল্যবালা আট্‌কাইয়া রাখিল ; কৈলাস জানালা খোলা হইবে শুনিয়া চেয়ার হইতে চমকিয়া উঠিল ; কিন্তু নিজকে দমন করিয়া আবার বসিল)

পূর্ণশশী। জল—

দিগিন্দ্র। পাগল আর কাকে বলে!

পূর্ণশশী। কিন্তু তার ঈর্ষ্যা ও সন্দেহ হবার কারণ আছে।

দিগিন্দ্র। নিশ্চয়, যখন তুমি উপস্থিত।

পূর্ণশশী। কাল্‌কে আমাদের বাড়ীর কাছ দিয়ে একটি মেয়ের অনুসরণ কচ্ছিলেন নীহার বাবু, সে তো আমরা দেখেছি।

দিগিন্দ্র। তাতে কি হয়েছে? পুরুষ জাতির তো ইহা স্বাভাবিক অধিকার।

অমূল্য। এই আমার স্বামীটি অবিশ্যি সেই নিয়মের ব্যতিক্রম। স্বয়ং উর্ব্বশী যদি তার সমস্ত সৌন্দর্য্য নিয়ে সমুদ্র বক্ষ থেকে উঠেই এঁর সম্মুখে এসে দাড়াতেন, তাহ'লেও উনি পাছে ঠাণ্ডা লাগে সেই ভয়ে সেই সমুদ্র কন্যার কাছ থেকে শত হস্ত দূরে চ'লে যেতেন।

পূর্ণশশী। নীহার বাবুর আচরণ সম্বন্ধে আমাদের অনুসন্ধানের ফল কৈলাস বাবুকে জানিয়ে দাও।

দিগিন্দ্র। ফুঃ! সে তুমিই বল।

পূর্ণশশী। নীহার বাবু যে যুবতীটির অনুসরণ কচ্ছিলেন সেটি শেষে হল্‌দে শাড়ীপরা একটি বয়স্কা স্ত্রীলোকের সঙ্গে মিশ্‌ল।

কৈলাস। (স্বগত) এঁ্যা! হল্‌দে শাড়ীপরা বয়স্কা স্ত্রীলোক— সেই—নীহার তো বলেছে হল্‌দে শাড়ী পরা—।

দ্বিতীয় অঙ্ক]

পূর্ণশশী। অনেকটা পুরুষের মতন দেখ্‌তে; নীহার বাবু তার সঙ্গে যেন গভীর কথায় মনোনিবিষ্ট হ'য়ে গেলেন মনে হ'লো—তারপর বিচ্ছিন্ন হ'য়ে গেল তারা—সেই স্ত্রীলোকটি নিকটেই একটা বাড়ীতে ঢুক্‌লে—আমার চাকর জিজ্ঞেস্ ক'রে জান্‌লে, সে স্ত্রীলোকটি—

কৈলাস। কি? (উঠিয়া)

পূর্ণশশী। আসামে কোথায় শ্রীপুর থেকে এসেছে।

অমূল্য। (কৈলাসের প্রতি) যেখানে তোমার সম্পত্তি রয়েছে।

পূর্ণশশী। এই কিছুদিন মাত্র এখানে এসেছে; তার উদ্দেশ্য নাকি তার স্বামীকে খুঁজে বের করা; তার স্বামী নাকি তাকে ত্যাগ ক'রে এসেছে; আশ্চর্য্য!—সেই স্বামীটির নাম না কি—

কৈলাস। ওঃ! (ধপ্ করিয়া একটা চেয়ারে বসিয়া পড়িল)

অমূল্য। কি হ'লো?—কি হ'লো?

দিগিন্দ্র। মূর্চ্ছার মতন অবস্থা দেখ্‌ছি—জল—জল—

পূর্ণশশী। জল—

দিগিন্দ্র। জানালাগুলো খু'লে দাও—জানালাগুলো খু'লে দাও।

(দিগিন্দ্র জানালা খুলিতে যাইবে—অমূল্যবালা আট্‌কাইয়া রাখিল; কৈলাস জানালা খোলা হইবে শুনিয়া চেয়ার হইতে চমকিয়া উঠিল; কিন্তু নিজকে দমন করিয়া আবার বসিল)

পূর্ণশশী। জল—

অমূল্য। যাচ্ছি আমি।

(নিষ্ক্রান্ত)

(কৈলাস হঠাৎ দাঁড়াইয়া উঠিয়া দিগিন্দ্র ও পূর্ণশশীর হাত নিজের হাতে ধরিল)

কৈলাস। আমাকে যদি আপনারা কিছুমাত্র ভালোবাসেন—যদি আমাকে আপনাদের পায়ের কাছে ম'রে প'ড়ে আছি দেখ্‌তে না চান—তাহ'লে এই হল্‌দে শাড়ী-পরা স্ত্রীলোকটির কথা কাউকে কিছু বল্‌বেন না, তার স্বামীর নামেরও আর উল্লেখ করবেন না।

দিগিন্দ্র। সে আপনারি নাম।

কৈলাস। জানি—জানি—ভয়ানক গোপনীয় কথা এ; বিভীষিকা ও নৈরাশ্যের কাহিনী; এক সময়ে বল্‌বো সব; এখন একটি কথাও বল্‌বেন না। আমার অনুরোধ—সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ—পায়ে পড়্‌ছি—অনুগ্রহ ক'রে—ওঃ! আমার স্ত্রী! (চেয়ারে বসিয়া পড়িল)

(জল লইয়া অমূল্যের প্রবেশ)

পূর্ণশশী। এখন অনেকটা ভালো।

দিগিন্দ্র। ভালোই এখন।

কৈলাস। (যেন ভাল হইতেছে সেই ভাণ করিল) হাঁ, অনেকটা ভালো।

দ্বিতীয় অঙ্ক]

অমূল্য। মুচ্ছ্র্া হয়েছিল তাতে আশ্চর্য্য হচ্ছি না—আমি আশ্চর্য্য হচ্ছি, এই রকম বদ্ধ বাতাসে মোটেই শ্বাস ফেল্‌ছে কি ক্‌রে! আমি যে হাঁপিয়ে উঠ্‌ছি। আপনারা কিছুক্ষণের জন্যে আমাকে মাপ করবেন—আমার স্বামীর কাছে আমার কিছু জিজ্ঞেস্ করবার আছে। (দিগিন্দ্র ও পূর্ণশশী চলিয়া যাইতে উদ্যত) না—না—ঘর ছেড়ে যাবেন না। (তারা দূরে সরিয়া গেল)

কৈলাস। (স্বগত) কি জানি জিজ্ঞেস্ করতে যাচ্ছে ?

অমূল্য। তুমি—

কৈলাস। বল, অমূ—

অমূল্য। তোমার এই উত্তেজনা এবং মূচ্ছ্র্া যাওয়া কোনো আশঙ্কা থেকে ঘটেনি তো ?

কৈলাস। কিসের আশঙ্কা

অমূল্য। যে এই হল্‌দে শাড়ী পরা স্ত্রীলোকটি হচ্ছে—

কৈলাস। না, না, না—আরে তা নয়, তা নয়।

অমূল্য। আগে আগেই ব'লে ফেল্‌ছ—কি নয় ?

কৈলাস। নয়—জানি না! কি না বল্‌ছিলে তুমি ?

অমূল্য। অত্যন্ত অদ্ভুত এবং ভয়ানক সন্দেহ সব আমার মনে উদয় হয়েছে—তোমার প্রথম উদ্দাম যৌবনে দেখা হয়েছিল এমন কেউ—

কৈলাস। না, না, না—অমূ। কি ক'রে একথা ভাব্‌লে—

কল্পনা করাও কি সম্ভব একথা! উদ্দাম যৌবন কখনো আমার হয়নি—কখ্‌খনো না; সে রকম ভেবো না আমাকে। চল—চল—নীহার বাবুর বাড়ীতে। প্রস্তুত তো, চল।

অমূল্য। খুব সন্দেহ হচ্ছে তোমাকে আমার। (সরিয়া গিয়া গায় একটা শাল জড়াইল)

কৈলাস। আমার কি উপায় হবে? আর এক স্ত্রী রয়েছে সেটা এড়ানো সম্ভব হ'লেও ঐ মেয়েটাই আমার স্ত্রীকে আমার প্রতি রাগিয়ে তুল্‌তে যথেষ্ট হবে—কি করি—কি করি। যাক্—যাক্, জেগে উঠ্‌তে হবে, জেগে উঠ্‌তে হবে, সাহস ধরতে হবে—মনের সমস্ত সাহস জাগিয়ে তুল্‌ব—এইবারে সয়তানীর আশ্রয় নিতে হবে।

অমূল্য। আমি প্রস্তুত হয়েছি।

কৈলাস। আমিও। এস, খুব ফুর্ত্তি করব আজ আমি; দেখে আশ্চর্য্য হ'য়ে যাবে—এত ফুর্ত্তি করব। আসুন আপনারা।

অমূল্য। লোকটা পাগল হয়েছে—

দিগিন্দ্র। আশ্চর্য্য!

কৈলাস। আজ আমি নূতন মানুষ হ'য়ে উঠেছি, সব দরজা জানালা খু'লে দিতে পার তোমরা—আপত্তি নেই।

দ্বিতীয় অঙ্ক]

একটা কিছু ভীষণ রকম ক'রে ফেল্‌ব আজ—কোট র‍্যাপার ছাড়াই আজ নীহারের বাড়ী যাব—এস দিগিন্‌বাবু—তেরে কেটে ধিন্‌তা—তেরে কেটে ধিন্‌তা—তা ধিন্‌—তা ধিন্‌।

(নাচিয়া নিষ্ক্রান্ত)

অমূল্য। পাগল !

দিগিন্দ্র। আশ্চর্য্য !

(সকলে অনুসরণ করিল)

দ্বিতীয় দৃশ্য

(নীহারের বাটীর একটি কক্ষ। দীপ্তিলতার প্রবেশ)

(**দীপ্তির গান**)

ভালবাসা হ'তে জনমে কেন
ঈর্ষ্যার তম বুঝিনা !
প্রদীপ অনলে কোথা হ'তে আসে
কালো কাজল কালিমা ;
বল কি অভাব মোর প্রেমে আছে
যাহার কারণে অপর সে খোজে

প্রেম কি যৌবন ? সৌন্দর্য্য ? সম্পদ ?
আমি তো জানি তা' প্রাণের অমৃত !
তা নিয়ে তৃপ্ত নয়কো যে জন,
হীন লালসায় পূর্ণ তার মন।
সে আর যাহা পাক—জীবনে পাবেনা
প্রেম—পা'য়ে যাহা ঠেলেছে সে জন—আরনা—আরনা !

দীপ্তি। এখন হয় আমি এই ভীষণ সন্দেহের হাত থেকে মুক্ত হব, নয় দুঃখের শেষ সীমায় গিয়ে পৌঁছাব ; কাল থেকে তার সম্মুখে একটি কথাও বলিনি ; এ সম্বন্ধে চুপ্ ক'রে থাক্‌ব সে সংকল্প আমি অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছি ; আজ এক ঘণ্টার মধ্যেই সব জানা হ'য়ে যাবে। যদি আমার সন্দেহ ঠিক হয়—ঠিক হবে সে আমার দৃঢ় বিশ্বাস—তাহ'লে সকলে জান্‌বে, আমার প্রতি কেমন অন্যায় করা হয়েছে, সেই জন্যেই সকলকে ডেকেছি। (একটা চিঠি বাহির করিল) এমন সব স্পষ্ট প্রমাণ না থাক্‌লে ভাব্‌তুম, দুনিয়ায় বুঝি আমার কোথায়ও স্থান নেই, কেউ আমাকে দেখ্‌তে পারে না, কারু চোখে আমার কিছুমাত্র শ্রী নেই ; এই তো একজন রয়েছে—সে—আমার মুগ্ধ ভক্ত—চিঠিতেও তাই লিখেছে ; আমার স্বামীও একদিন তাই বলেছিলেন, তখন কাণ দিই নি—কত ধন রত্ন

এর আছে লোভও দেখিয়েছে ; এই লোভে পা দিলে খুব আক্কেলটি হয় শ্রীমানের—ইচ্ছা কচ্ছে তাই করি, একবার মজাটা দেখি ! কিন্তু স্বামী যদি নির্দ্দোষই হ'য়ে থাকে, পরে যদি সে কথা আমি জান্‌তে পারি, যদি জান্‌তে পারি যে মেয়েটার প্রতি আমার স্বামীর একটা দয়া ছাড়া আর কোনো ভাব ছিল না, তখন ? তখন আমার নিজের মনের কলঙ্ক নিয়ে—ওঃ ! ওঃ ! তাহ'লে যে আর বাঁচ্‌ব না, আমি বাঁচ্‌ব না, ওঃ ! কে আছ ? (ক্লান্ত হইয়া চেয়ারে বসিয়া পড়িল—রামকিঙ্কর ও আমোদিনীর কথা বাহিরে শোনা গেল)

আমোদিনী। দেখ, ভদ্রলোকের মত চ'লো।

দীপ্তি। ওঃ ! ওরা এসেছে ; আমার স্বামী এদেরে দেখেওনি, এরা যে এখানে এসেছিল তা জানেও না। প্রথম দেখার সময় কি করে, দেখ্‌ব।

(আমোদিনী ও রামকিঙ্করের প্রবেশ)

আমোদিনী। ভালো আছেন তো ?

রাম। (নমস্কার করিয়া ভৃত্যোচিত ভাবে) আজ্ঞে, শরীর ভালো ?

আমোদিনী। চুপ্‌।

দীপ্তি। আপনারা ঠিক কথামত এসেছেন দেখে সুখী হলুম !

[দ্বিতীয় দৃশ্য

আমোদিনী। এতটুকু ভদ্রতাও কি আমাদের নেই ?

রাম। ছোট হাজিরার নেমন্তন্ন ! আমি যখন মিঃ ঘোষ ব্যারিষ্টারের—

আমোদিনী। চুপ !

রাম। ভুলেই গেছ্‌লুম—কিন্তু কথা কইতে দেবে তো আমাকে, কথা না কইলে 'কথোপঢোকনের' শক্তি হবে কি ক'রে ?

আমোদিনী। 'কথোপঢোকন' নয় – কথোপকথন—কথা, উপ-কথন—সন্ধি ক'রে হ'লো—কথোপকথন।

রাম। কতোপকতন—আচ্ছা।

আমোদিনী। 'ত' নয়—'থ'।

দীপ্তি। আমি অনুরোধ কর্চ্ছি, আপনারা আগে সেই মেয়েটি সম্বন্ধে কোনো ইঙ্গিত দেবেন না—আমি কথা তুল্‌লে পর যা জানেন সমস্ত বল্‌বেন !

(নীহারের প্রবেশ)

নীহার। দীপ্তি, আমি—(রাম ও আমোদিনীকে দেখিয়া) একি ! (স্বগত) রহস্য এখন ভেদ হয়েছে, ঐ স্ত্রীলোকটা আমার সন্ধানে এসে আমার স্ত্রীকে সব বলেছে, কিন্তু গোপন কথা সেও জানে না।

আমোদিনী। ওঃ ! নীহার বাবু, কেমন আছেন ? এখানে আমাকে দেখে বিস্মিত হয়েছেন ?

নীহার। না, তা হইনি।

আমোদিনী। অনেক দিন পর দেখা।

নীহার। প্রায় এক বৎসর পর বোধ হয়।

রাম। "অঘান" মাস! আমার মনে আছে নীহার বাবু তখন আমাকে বখ্‌শিষ—

আমোদিনী। "অঘান" নয় "অগ্রহায়ণ"! চুপ্‌।

দীপ্তি। এঁদের তুমি জানো দেখ্‌ছি।

নীহার। হাঁ, জানি বৈ কি।

দীপ্তি। তাহ'লে আমি সেই পরিচয়কে আরো ঘনীভূত ক'রে দিতে পারায় সুখী হলুম। চলুন, ওঁরা সব এসেছেন—সে ঘরে যাই। (সকলে নিষ্ক্রান্ত)

(কৈলাস উকিঝুঁকী দিল)

কৈলাস। নীহারকে খুঁজে এলুম, কোথাও দেখ্‌তে পেলুম না—এখানে যেন তার গলা শুন্‌ছিলুম—ওঃ! আমার গা কাঁপ্‌ছে! দিগিন্দ্র আর তাঁর স্ত্রী যে সেই স্ত্রীলোককে দেখেছেন তা সে নিশ্চয়ই জানে—তারা তো বল্‌বে না বলেছে—কিন্তু কে জানে!—(নীহারের প্রবেশ) ওঃ, আমার বন্ধু! তোমাকে যে খুঁজ্‌ছিলুম, নীহার বাবু—তারা সকলেই খেতে গেল, কিন্তু আমার যা মনের অবস্থা তাতে—হাঁ, দিগিন্দ্র আর তার স্ত্রী তোমাকে দেখেছে ওর সঙ্গে কথা বল্‌তে!

[দ্বিতীয় দৃশ্য

নীহার। কার সঙ্গে ?

কৈলাস। হল্‌দে শাড়ী পরা সেই স্ত্রীলোকটার সঙ্গে।

নীহার। দেখেছে নাকি !

কৈলাস। এতটা—এতটা হতভম্ব ভাব দেখিয়ো না—আমার ভয় হয়।

নীহার। তাঁরা নিশ্চয় সে সম্বন্ধে কোনো কথা বল্‌বে না ?

কৈলাস। কথা তো দিয়েছে বল্‌বে না—কিন্তু আমার মনের অবস্থাটি কি রকম হবে তাদের সাম্‌নে ? কেউ কথা বল্‌তে আরম্ভ করলেই আমার ভয়ে মারা যাবার উপক্রম হবে।

নীহার। সে আমার কাছে ছেড়ে দেন ; কাল আমরা সেই স্ত্রীলোকটির সঙ্গে দেখা করব এবং কোনো একটা বন্দোবস্ত ক'রে ফেল্‌ব।

কৈলাস। আমি যা কিছু বল্‌ব—যা কিছু করব—যা কিছু দেব —শুধু এ বিষয়টা আমার স্ত্রীর কাছ থেকে লুকিয়ে রাখ্‌তে হবে তোমার, ভাই।

নীহার। আমার উপর নির্ভর করুন, কোনো ভয় নেই। কিন্তু মনে থাকে যেন—সেই মেয়েটি সম্বন্ধে পরিষ্কার করে আপনার বলা চাই। যে শিক্ষয়িত্রীটির কাছে ছিল সে, সে এখানে—আমার বাড়ীতেই। মনে রাখ্‌বেন, আপনার অনুরোধেই সেই মেয়েটিকে তার কাছে রেখেছিলাম আমি।

[দ্বিতীয় অঙ্ক]

কৈলাস। হাঁ।

নীহার। বল্‌বেন, মৃতা প্রথমা স্ত্রীকে দিয়ে আপনার এক মেয়ে আছে; ততটুকু, আগে আপনি আপনার এই স্ত্রীর কাছে স্বীকার কর্ত্তে সাহস পান নি - কিন্তু এখন তাই স্বীকার কর্ত্তে চাচ্ছেন।

কৈলাস। আমার স্ত্রী কি বল্‌বে?

নীহার। মনে রাখ্‌বেন—শপথ করেছেন।

কৈলাস। তা করেছি, কিন্তু সে মেয়েটি কে?

নীহার। সে এক রহস্য, আপনার কাছেও খু'লে বল্‌তে আমার সাহস হচ্ছে না।

কৈলাস। বুঝেছি ভাই, এক পথেরই পথিক সবাই।

নীহার। আসুন, আপনি বেরিয়ে গেছিলেন তার একটা অজুহাত সৃষ্টি ক'রে দেব। সাহস ধরুন মনে।

কৈলাস। হাঁ, হাঁ।

নীহার। আম্‌তা আম্‌তা কর্‌বেন না যেন।

কৈলাস। না, না।

নীহার। আপনার সাহসের উপরই আপনার নিরাপদ থাকা না থাকা এবং আমার সুখ নির্ভর কচ্ছে।

কৈলাস। জানি, জানি।

নীহার। আর সামান্য ভয় এবং দ্বিধার ভাবেই আমাদের সর্ব্বনাশ হবে, ভুল্‌বেন না। প্রস্তুত তো?

[দ্বিতীয় দৃশ্য

কৈলাস। একটু অপেক্ষা কর ভাই। (দৃঢ় সংকল্পের সহিত কোটের গলার বোতাম লাগাইয়া দিয়া কাম্ফার্টার আঁটিয়া দিল) যখন আমি উত্তেজিত হব মনে করি, তখন আগে থাকৃতেই ঠাণ্ডা লাগা সম্বন্ধে আমি সাবধান হ'য়ে নেই। আমার সাহস জাগ্‌ছে—জাগ্‌ছে—এই জেগেছে—চল, এখন ধর আমার হাত—চেয়ে দেখ আমার দিকে! মরিয়া হ'য়ে যাওয়া—সাহসের এমন জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত পূর্ব্বে আর কখনো দেখেছ কি? কখ্‌খনো দেখ নি। চল, এখন যুদ্ধক্ষেত্রে—মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন।

(নীহারকে টানিয়া লইয়া নিষ্ক্রান্ত)

তৃতীয় দৃশ্য

(সকলে টেবিলের চারিদিকে উপবিষ্ট; কিছুদূরে ইজিচেয়ারে কৈলাস)

সকলে। (কৈলাস এবং নীহার ছাড়া) আশ্চর্য্য! এতদিন ব্যাপারটা গোপন রাখা হ'লো! আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য!

নীহার। এখন থাক্ এ বিষয়। (অমূল্যবালার প্রতি) এই ঘটনার প্রকাশে আপনি আশাকরি আপনার স্বামীকে কম সম্মান করবেন না অথবা কম ভালোবাস্‌বেন না?

দ্বিতীয় অঙ্ক]

অমূল্য। না, না; আমার মনে শুধু এই আঘাত লাগ্‌লো, আমার কাছ থেকে এই কথা গোপন করবার তিনি দরকার বোধ করলেন কেন। যদি ঈর্ষ্যাপরায়ণ বদ্‌-রাগী মেজাজ হ'তো আমার, তাহ'লে গোপন রাখ্‌বার একটা কারণ থাক্‌তো; কিন্তু সকলেই তো জানেন, আমি কি রকম মানুষ, এই অবস্থায় তিনি সব খু'লে বল্লেই পারতেন! বেচারি মেয়েটাকে বাড়ীতেই আন্‌তে পারতুম! সে এখন কোথায় আছে?

নীহার। খুব নিরাপদেই আছে, জান্‌বেন; সময় মত সব বলা যাবে।

দীপ্তি। (স্বগত) মিথ্যা, সব মিথ্যা! নিশ্চয় বল্‌তে পারি।

নীহার। (তার স্ত্রীর প্রতি) এখন, দীপ্তি, শান্ত হয়েছ তো? এই ব্যাপারে তোমাকে স্বীকার কর্ত্তে হবে, তোমার ভুল হয়েছে!

দীপ্তি। এই কাহিনীর বিরুদ্ধে যখন কোনো প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে না, তখন তো বটেই; যদিও এখনো আমি ভাব্‌ছি—ভারি—ভারি—আশ্চর্য্য এটা যে শুধু বন্ধুত্বের খাতিরে তুমি এতটা কষ্ট স্বীকার করেছ।

কৈলাস। হাঃ! হাঃ! এখন সুখী হয়েছি; শান্তি এসেছে মনে। (বাহিরে দরজায় কয়েকটি ঘা)

[তৃতীয় দৃশ্য

নীহার। কেউ এসেছে।

রাম। হাঁ, হাঁ, যাচ্ছি। (রামকিঙ্কর লাফাইয়া উঠিয়া বেগে নিষ্ক্রান্ত)

আমোদিনী। (চম্‌কিয়া উঠিয়া) থামো! থামো! একেবারে দরজায় গিয়ে হাজির নাকি!

(রামকিঙ্করের পুনঃ প্রবেশ)

রাম। দরজা খোলা হয়েছে; একজন—

আমোদিনী। বোস, আরে বোস।

রাম। (স্বগত) দরজায় ঘা শুন্‌লে স্থির কিছুতেই থাক্‌তে পারি না। (বাহিরে কয়েকটি গলায় ঝগ্‌ড়া শোনা যাইতেছে)

একটি স্বর। আপনার ভুল; নিশ্চয় ভুল হয়েছে!

কৈলাস। (ভয়ের সহিত) কি ব্যাপার?

রাম। একজন—

আমোদিনী। চুপ্‌।

দীপ্তি। (উঠিয়া) দরজায় চাকরটা কার সঙ্গে ঝগড়া কচ্ছে, কে জানি!

নীহার। (উঠিয়া) ডাকা যাক্‌।

দীপ্তি। না, না—আমি নিজেই যাই। (প্রস্থান)

কৈলাস। (স্বগত) কি একটা অশুভ আশঙ্কা হচ্ছে; একটু আগেই আনন্দে নেচে উঠ্‌তে ইচ্ছা হয়েছিল, এখন আবার ভয়ে কাঁপ্‌তে সুরু করেছি।

দ্বিতীয় অঙ্ক]

অমূল্য। কি হয়েছে ? ঠাণ্ডা লাগ্‌ছে কি ?

কৈলাস। হাঁ—হাঁ। (কাঁপিয়া)

অমূল্য। উঃ! একটু হাওয়া নেই ঘরে। উঃ! শ্বাস বন্ধ হ'য়ে যাচ্ছে।

মঞ্জুরাণী। আমারো তাই মনে হচ্ছে।

সমরেন্দ্র। তোমার তা নিশ্চয় মনে হচ্ছে না।

মঞ্জুরাণী। হাঁ,—হচ্ছে—নিশ্চয়ই হচ্ছে।

দিগিন্দ্র। দরজা জানালা খু'লে দেব ?

কৈলাস। না—না!

রাম। আমার ভারি 'সান্ত' বোধ হচ্ছে।

আমোদিনী। শ্রান্ত।

রাম। শ্রান্ত!—(স্বগত) লোকের সাম্‌নে আমাকে কি রকম লজ্জা দেয়!

কৈলাস। চুপ্‌! ঐ নীহার বাবুর স্ত্রী আস্‌ছেন।

(একটা চিঠি হাতে লইয়া দীপ্তির প্রবেশ। কৈলাস তাহাকে ভীতির চক্ষে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল—উত্তেজনায় দীপ্তি কাঁপিতে লাগিল):

দীপ্তি। যা সন্দেহ করেছিলাম তাই—তাই—সম্পূর্ণ মিথ্যা, আগাগোড়া মিথ্যা।

নীহার। কি ব্যাপার ?

[তৃতীয় দৃশ্য

কৈলাস। (স্বগত) মেঝেতে আমি গড়িয়ে পড়্‌ব যে—ওঃ! কি জানি ঘট্‌তে যাচ্ছে!

দীপ্তি। (নীহারের প্রতি) তোমার কৌতূহলটাকে একটু চেপে রাখ; সব জান্‌তে পারবে এখনি; নীচে একটি স্ত্রীলোক দাঁড়িয়ে।

কৈলাস। (স্বগত) তাই ভেবেছিলাম।

নীহার। হল্‌দে শাড়ী-পরা একটি বয়স্কা স্ত্রীলোক।

কৈলাস। (স্বগত) আমি গেছি! (সম্পূর্ণ হতাশভাবে ইজি চেয়ারে গা ঢালিয়া দিল)

দীপ্তি। সে বল্‌ছে যে তার স্বামীর নাম কৈলাস।

অমূল্য। (চম্‌কিয়া উঠিয়া) কি!

দীপ্তি। (কৈলাসকে দেখাইয়া) আর ইনিই তার স্বামী।

কৈলাস। (গোঙ্‌রাইয়া) ও! ইচ্ছা কচ্ছে মাটি বিদীর্ণ হোক্, আমি ঢুকে পড়ি।

দীপ্তি। (অমূল্যের প্রতি) এই চিঠি আপনার।

অমূল্য। আমার! (চিঠি ছিঁড়িল) একি! আমি পড়্‌তে পার্‌বনা— মূর্চ্ছা যাব—পড়বার ক্ষমতা নেই আমার—এই নিন্, আর কেউ পড়ুন—(কাছে রাম ছিল তাহাকে দিল)

সকলে। পড়ুন, রামকিঙ্কর বাবু।

রাম। আমি—আমি পড়্‌তে জানি না।

আমোদিনী। আঃ! তুমি—তুমি এমন ভাবে নিজের কথা প্রকাশ ক'রে দাও!

রাম। আপনি পড়ুন। (মঞ্জুরাণীকে দিল)

মঞ্জু। পড়ব?

অমূল্য। হাঁ, হাঁ, পড়ুন—উচ্চে—সারা পৃথিবীর লোক শুনুক।

মঞ্জু। (পড়িল) "এই চিঠির লেখিকা একটি অত্যাচারিতা স্ত্রীলোক। যে রাক্ষস—

কৈলাস। আমি—ওঃ—

মঞ্জু। "যে রাক্ষস আপনাকে বিয়ে করেছে, তার অন্য স্ত্রী রয়েছে। আমি সেই; এতৎসঙ্গে আমাদের বিবাহের প্রমাণ দিলাম—বিয়ে বিশ বৎসর আগে হয়েছে। এখানে আসার আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে—খোরপোষের দাবী করা এবং এই দুর্বৃত্তকে লোকের চক্ষে ধ'রে দেওয়া—আপনাদের শিবশঙ্করী বানার্জ্জি।"

সকলে। একি ব্যাপার! একি ব্যাপার! এঁ্যা! আচ্ছা লোক তো!

দীপ্তি। বেচারী স্ত্রীলোকটিকে উপরেই ডেকে আনা যাক্।

কৈলাস। (চেয়ার হইতে লাফাইয়া উঠিয়া) না, না! হাজার ঠাণ্ডা জলাশয়ে আমি ডুবুনি খাব, তবু এই স্ত্রীলোকটির সঙ্গে মুখোমুখী হ'তে পারব না। (তার স্ত্রীর প্রতি) ওগো, তুমি জানো না, কত যন্ত্রণা আমি ভুগেছি—এই

স্ত্রীলোকটার জন্যে কি আমাকে সইতে হয়েছে। প্রথমতঃ আমাকে প্রলোভিত করা হয়েছে—ফাঁদে ফেলা হয়েছে—তারপর সে আমাকে ছেড়ে যায়—নিরুদ্দেশ হ'য়ে—এক সময় শুনেছিলুম ম'রে গেছে; কিন্তু—

অমূল্য। (গাম্ভীর্য্য সহকারে উঠিয়া) চুপ্! তুমি আমাকে প্রবঞ্চনা করেছ। এ ছাড়া আর সবই আমি ক্ষমা কর্ত্তে পার্ত্তুম; সেই মেয়েটির বিষয়, যাকে তুমি তোমার নিজের ব'লে ঘোষণা করেছ, সেটা আমি সম্পূর্ণ ক্ষমা করেছি।

দীপ্তি। (ভীষণ ভাবে) সম্পূর্ণ মিথ্যা সে কথা! এই পত্র-বাহিকাকে আমি সে কথা জিজ্ঞেস করেছিলুম। ভেবেছিলুম সে-ই এই মেয়ের মা হ'তে পারে; কিন্তু তা নয়; আপনার স্বামী আমার স্বামীকে এক মিথ্যা ব্যাপারে পোষকতা করেছেন; তাঁর কখনো কোনো মেয়ে ছিল না। আর তুমি—(নীহারের প্রতি) পরিষ্কার ধরা পড়েছ; আমি আজই তোমাকে ছেড়ে যাচ্ছি—চিরকালের মত।

সকলে। না, না।

অমূল্য। আর আমিও আমার এটিকে ছেড়ে যাচ্ছি।—(কৈলাসের দিকে অগ্রসর হইল—কৈলাস হাতে মুখ লুকাইল)

দ্বিতীয় অঙ্ক]

এখন থেকে আমরা ছাড়াছাড়ি হলুম। যাও তোমার সেই স্ত্রীর কাছে, আমাকে আর মুখ দেখিও না তুমি। প্রথম থেকেই আমাদের ঠিক মিল হয় নি; তোমার কৃত্রিম উদাসীনতার এখন কারণ পাওয়া গেল; ইহা ভ্রষ্ট বিবেক হ'তেই জাত। প্রবঞ্চক! বিদায়, চিরকালের জন্যে বিদায়!

(বেগে ঘর হইতে নিষ্ক্রান্ত)

কৈলাস। ওগো, ফিরে এস, ফিরে এস, শোন আমার কথা, (দরজার দিকে ধাবিত হইল, কিন্তু হঠাৎ থামিয়া গেল) ওকে অনুসরণ করবার সাহস আমার নেই; তবে অন্যটির সঙ্গে দেখা কর্ত্তে হচ্ছে। না, না, পালাব— আমি দেশ ছেড়ে পালাব—এ আর আমার দেশ নয়।

নীহার। বসুন স্থির হ'য়ে, শান্ত হোন্।

কৈলাস। পারি না; এখান থেকে চ'লে যাই, চ'লে যাই— ওঃ! এই দরজা দিয়ে খালে যাওয়া যায়—আমি খালে ডু'বে মরব—আমি মরিয়া হ'য়ে গেছি—আমার কর্ত্তব্য আমি স্থির ক'রে ফেলেছি। বিদায় বন্ধুগণ— দুর্ব্বৃত্ত পশু প্রবঞ্চক ব'লেই জেনেছে সবাই—এই শেষ, ভাই সব, তোমাদের সঙ্গে আমার দেখা—কৈলাস বানার্জ্জিকে আর কেউ দেখ্‌তে পাবে না।

(বেগে নিষ্ক্রান্ত)

[তৃতীয় দৃশ্য

সমরেন্দ্র। (চম্‌কিয়া উঠিয়া) লোকটা ডুবে মরবে।

মঞ্জু। না, মরবে না; চুপ ক'রে ব'সে থাক; ব্যাপার আরো খারাপ ক'রে তুল্‌বে তুমি।

দিগিন্দ্র। সবাই চুপ ক'রে বসুন; আমি তাকে জানি; জল দেখ্‌লেই কৈলাস বাবুর কল্‌জে হিম হ'য়ে যাবে; সব ব'সে থাকুন।

আমোদিনী। (রামকিঙ্করের প্রতি) তুমি কি তাঁর অনুসরণ করবে?

রাম। আমি যে সাঁতার দিতে জানি না, প্রিয়ে!

দিগিন্দ্র। না, না, ব'সে থাকুন।

দীপ্তি। কি! একটাও কথা নাই যে! এক্কেবারে "থ" হ'য়ে গেছ! (এতক্ষণ দীপ্তি নীহারের উপর দৃষ্টি বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল)

নীহার। দীপ্তি! (উঠিয়া) বাইর দেখে বিচার কল্লে আমাকে দোষীই মনে হবে, কিন্তু তুমি তো সব জানো না। যে কারণে আমি এই পথ অবলম্বন করেছি, তা অজ্ঞাত; ধৈর্য্য ধর।

দীপ্তি। অনেক দিন ধৈর্য্য ধ'রে থেকেছি, আর সইতে পারি না এখন; এই শেষ মূহুর্ত্ত তোমার বাড়ীতে কাটাচ্ছি আমি।

নীহার। তুমি কি পাগল হয়েছ? আমার কথা শুন্‌বে না?

দীপ্তি। না, শুন্‌ব না।

নীহার। একবার যদি বাড়ী ছেড়ে যাও, তাহ'লে আমাদের আর কখনো দেখা হবে না জীবনে।

দীপ্তি। আমারও তাই ইচ্ছা।

নীহার। সাবধান; এখন আমাকে ছেড়ে গেলে—জেনো—ঠিক জেনো—সে চিরকালের মত।

দীপ্তি। হাঁ, তাই মনে ক'রেই যাচ্ছি—চিরকালের মত।

(বেগে নিষ্ক্রান্ত)

(সকলে উঠিল)

নীহার। না, না, আপনারা বসুন বন্ধুগণ, বসুন। ওর কাছে গিয়ে আমার জন্যে ওকালতি কর্ত্তে আমি কাউকে দিব না; সে তার নিজের পথেই চলুক। আমি ভুল ক'রে থাক্‌তে পারি, কিন্তু সে যতটা মনে কচ্ছে ততটা নয়; তার ভিত্তিহীন সন্দেহ—মিথ্যা ঈর্ষ্যা আমাকে খুব জ্বালিয়েছে—এখন যেখানে খুসি সে যেতে পারে, আপনারা অনুগ্রহ ক'রে এ নিয়ে আমার জন্যে কিছুমাত্র বিচলিত হবেন না, বসুন; এ ভাবে আজ্‌কের ব্যাপারের পরিণতি হবে, সে আমি আগে ভাবি নি; কিন্তু দোষ আমার স্ত্রীরই; সে কাণ দেবে না কথায়—আমার কথা শুন্‌বে না; আর এখন—(স্বগত) এ বাড়ী আমি ছেড়ে যাচ্ছি—কখনো ফিরব না আর। (নিষ্ক্রান্ত)

[তৃতীয় দৃশ্য

রাম। চ'লে গেল ; একেও কি 'অনুশাসন' করব, প্রিয়ে ?

আমোদিনী। না, না, 'অনুসরণ' ! বস।

মঞ্জু। ওকে ফিরান আপনারা। (ডাকিল) নীহার বাবু! আরে, কিছু একটা ক'রে বস্‌বে যে—নিশ্চয়ই কিছু ক'রে বস্‌বে।

সমরেন্দ্র। করবে না ; তুমি বস চুপ ক'রে ; তুমি যদি এখন তার পিছে ছুট আর বিরক্ত কর, তাহ'লে তুমিই তাকে 'মরিয়া' ক'রে তুল্‌বে—যেমন আমাকে ক'রে তোল।

মঞ্জু। আমি তোমাকে বিরক্ত ক'রে 'মরিয়া' ক'রে তুলি ?

সমরেন্দ্র। কর বৈ কি—অনেক সময়—অনেক সময়।

মঞ্জু। তুমি ভারি ভয়ানক লোক—ভারি—

আমোদিনী। (উঠিয়া) না, না, থামুন, থামুন, রাগের কথা বল্‌তে নেই। দেখুন না, আমরা দুটিতে কখ্‌খনো তো রাগের কথা বলি না।

রাম। না, না, "আক্রোধের" কথা কখ্‌খনো আমরা কহি না।

মঞ্জু। (সমরেন্দ্রের প্রতি) ঐখানে ব'সে অমন ভীষণভাবে চেয়ে থাকার কোনো দরকার নেই। জান্‌তুম, আজ দিন শেষ হ'তে না হ'তে একটা ঝগড়া হবেই—আমার রূপার ব্রুচ্‌টা সম্বন্ধে সকালে একবার ঝগড়া করলে—জোর ক'রে বল্লে, খুড়ীমা দিয়েছে এটা আমায়।

সমরেন্দ্র। তিনিই তো দিয়েছেন!

মঞ্জু। না, তিনি দেন নি—পিসে মশাই দিয়েছেন!

সমরেন্দ্র। না, খুড়ীমা দিয়েছেন।

মঞ্জু। পিসে মশাই।

সমরেন্দ্র। আশ্চর্য্য হাড়-জ্বালানে স্ত্রীলোক।

মঞ্জু। ভয়ঙ্কর লোক।

(সমরেন্দ্র-মঞ্জু—ডুয়েট গান)

মঞ্জু। হ্যাগা, এমন ধারা কর কেন কথা বল্লে পরে,
দাঁত মুখ খিচিয়ে উঠ—মারবে নাকি ধ'রে?

সমর। কথার কাটাকাটি কর্ত্তে বিধি কল্লেন তোমা সৃষ্টি,
দিনরাত এমনি তাই কচ্ছো প্রলাপ বৃষ্টি!

মঞ্জু। খেয়ে দেয়ে কাজ নেই আর তোমার সঙ্গে কথা!
না কইলুম তো ব'য়ে গেল—নেই মাথাব্যথা!

সমর। আহা! মুখটি তোমার এমন, যে চুমো খেলে তায়
"পঞ্চতিক্ত" কষায় খাওয়ার কাজ হ'য়ে যায়!

মঞ্জু। আহা! মুখের ছিরি দেখ্‌লে পরে পিত্তি যায় জ্ব'লে,
দেবার নামে নেই কিছু—লম্বা চওড়া কথা বলে!

সমর। তুমি যত চাও ভালবাসা তত তোমা দিতে পারি,
কিন্তু মাপ করো বিধুমুখী, চেওনাকো টাকা কড়ি!

মঞ্জু। দিয়ে কত ভরেছো, সে জানে সবাই, চুপ্‌ কর—
আবল তাবল বকোনাকো বিকারের রোগীর মত!

সমর। ভাগাভাগি ক'রে নেবো মোদের মধ্যে চতুর্ব্বর্গ—
আমি নিব কাম অর্থ, তুমি নিও ধর্ম্ম মোক্ষ।

[তৃতীয় দৃশ্য

সমরেন্দ্র। যাচ্ছি আমি বাড়ী।

মঞ্জু। আমি যাব না। আর কক্ষণো বাড়ী যাব না আমি!

সমরেন্দ্র। তাতে আমার হিয়াটি একেবারে ভেঙ্গে পড়্‌বে না।

মঞ্জু। তোমার আবার হিয়া! হিয়া কোন দিন ছিল নাকি?

সমরেন্দ্র। এক সময় ছিল।

মঞ্জু। কক্ষণো নয়।

সমরেন্দ্র। দেখ, তুমি আমাকে প্রায় পাগল ক'রে তুলেছ! আমি বাড়ী যাব; তুমি আমাকে শাসাচ্ছ, কিন্তু জেনে রেখো, বাড়ী গেলে আমার কাছ থেকে তুমি কোন-রূপ অভ্যর্থনা পাবে না।

মঞ্জু। তাই বল্‌ছ নাকি তুমি?

সমরেন্দ্র। হাঁ, বল্‌ছি তো। (বেগে নিষ্ক্রান্ত)

মঞ্জু। তাহ'লে আমি যাই খুড়ীমার কাছে; আর কক্ষণো দেখ্‌বে না সে আমাকে, হাড়-জ্বালানে কোথাকার! কি ক'রে যে এর সঙ্গে বিয়ে হ'লো আমার, তাই ভাব্‌ছি, পিসেমশাই দিলেন রূপার ব্রুচ্‌টা, সে বল্‌বে—খুড়ীমা। আমাকে বিরক্ত করাই তার উদ্দেশ্য—ইচ্ছা ক'রেই সে কথা কাটাকাটি করে—আমাকে এমন ক'রে যন্ত্রণা দেয়, এই মুহূর্ত্তেই খুড়ীমার বাড়ী যাব—কক্ষণো আর তার বাড়ীতে পা দেব না। (নিষ্ক্রান্ত)

তৃতীয় অঙ্ক]

আমোদিনী। কি হতভাগ্য জীবনই অনেকে বহন করে !

রাম। হাঁ, প্রিয়ে।

পূর্ণশশী। (দিগিন্দ্রের প্রতি) পুরুষগুলো এই রকম পশুই হয়, মেয়েদের প্রতি কি রকম ব্যবহার করা হয় দেখ্‌লে হৃদয় ভেঙ্গে যায়।

দিগিন্দ্র। তাতে তোমার কি হয়েছে, তোমার সঙ্গে তো কেউ খারাপ ব্যবহার করেনি।

পূর্ণশশী। তুমি কর ; এই এক ঘণ্টা ধ'রে এখানে ব'সে আছি, এপর্য্যন্ত একটা কথাও তুমি আমাকে বলনি।

দিগিন্দ্র। বল্‌বার তো কিছু ছিল না।

পূর্ণশশী। তুমি হয় ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে, না হয় পেঁচার মত মুখ ভার ক'রে প্রায় সর্ব্বদাই থাক—বছরে হয় ত দুই একবার হাস—কেন, একটু হাসিখুসি থাক্‌লে কি হয় তোমার ?

দিগিন্দ্র। সব সময়ে তো আর পাগলের মত হি-হি ক'রে হাসা যায় না !

পূর্ণশশী। হাস্‌তে পারেনা পশুতে—জেনো, এটা ভগবানের বড় দান যে তিনি মানুষের মুখে হাসি দিয়েছেন—যারা ইচ্ছা ক'রে সে দানে বঞ্চিত হয়, তারা পশুরই সমান !

দিগিন্দ্র। হ্যাঁ, তুমি যদি সব সময় মান অভিমানের পালাটা

কমিয়ে হাসিখুসি থাকতে, তাহ'লে আমার পক্ষেও হাসিখুসি থাকাটা সম্ভবপর হ'তো। জেনো—হাসিতে হাসি আকর্ষণ করে—আবার একের মুখ ভারে অন্যের মুখ ও শীগ্‌গীরই আড়ষ্ট ক'রে তুলে। সমধর্ম্মাক্রান্ত হ'লেই পরস্পর আকর্ষণ হয়—ইহা বৈজ্ঞানিক সত্য। অন্যকে হাসিখুসি পেতে হ'লে নিজকে প্রথমে—অন্ততঃ জোর ক'রে হ'লেও—হাসিখুসি থাকতে হয়। দাম্পত্য জীবনে ভ্রূকুঞ্চন ও তর্জ্জন গর্জ্জনের শাসন হ'তে হাসিমুখে মিষ্টি কথায় সংশোধনের প্রভাব অনেক বেশী—এবং এই সত্যটি জানা থাকলে অনেক দম্পতিকেই নাকের জলে চোখের জলে অন্ধকার দেখ্‌তে হ'তোনা। এক কথায়—তুমি যা পেতে চাবে—তোমাকে তা দিতে হবে। হাসি চাইলে হাস্‌তে হবে—আদর চাইলে আদর কর্ত্তে হবে—এ নিয়মের ব্যতিক্রম ক'রে কেউ যদি শাসনের জোরে কাছে টেনে আন্‌তে চায়, তা সে কখনই পারবে না—বরং তাতে দূর হ'তে দূরান্তরে চ'লে যাবে

পূর্ণশশী। আর তুমি জানো পুঁই শাক আমি ভালোবাসি খেতে —কিন্তু তুমি একদিনও পুঁই শাক আন্‌বে না বাজার থেকে।

দিগিন্দ্র। মেয়েদের অমন বদ রুচিই হয়।

পূর্ণশশী। আমার পোড়া অদেষ্ট!

আমোদিনী। দেখ, তুমি দিগিন্দ্র বাবুর স্ত্রীকে সান্ত্বনা দিতে পার?

রাম। তাই নাকি! তা তুমিই ওঁকে সান্ত্বনা কর না।

পূর্ণশশী। আসল কথা কি—ভেবে দেখ্‌লুম—তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে ঠিক হয় নি।

দিগিন্দ্র। এতক্ষণে ঠিক কথাটি বল্লে—এতদিনই যখন অপেক্ষা ক'রে ছিলে তখন বিয়েটা আর না কর্ল্লেই হ'তো।

পূর্ণশশী। দেখ, দশজনের সাম্‌নে আমার বয়সের কথা অমন ক'রে ব'লো না বল্‌ছি।

দিগিন্দ্র। কি হয়েছে তাতে? তোমার বয়স যদি ত্রিশের উপরই হ'য়ে থাকে—

পূর্ণশশী। আমি বাড়ী যাচ্ছি। (ফিরিয়া গিয়া)

দিগিন্দ্র। বেশ, যাও।

পূর্ণশশী। আমার সঙ্গে তুমি যেতে চাও না?

দিগিন্দ্র। না।

পূর্ণশশী। চিনেছি তোমাকে আমি; আর আমাদের দেখা হবে না, তাতে আমি দুঃখিত নই।

দিগিন্দ্র। তাহ'লে সুখটা দুই দিকেই হবে জেনো।

[তৃতীয় দৃশ্য

পূর্ণশশী। তাই নাকি! এই কথাই মেনে নিলুম, (যাইতে যাইতে) কিন্তু মনে রেখো, সম্পত্তি সব আমার নামে।

(নিষ্ক্রান্ত)

দিগিন্দ্র। সে আদালতে দেখা যাবে। (নিষ্ক্রান্ত)

রাম। এখন সব লোক তো চ'লে গেছে, আমার কিছু বল্‌বার আছে এবং তা আমি পালনই কর্ত্তে চাই; আমি লোকের সাম্‌নে অপমানিত হ'তে চাই না।

আমোদিনী। কি বল্‌ছ তুমি! অপমানিত কাকে বল্‌ছ?

রাম। কেন, এই কথায় কথায় কথার ভুল ধরা।

আমোদিনী। আমি সাম্‌নে আছি আর তুমি ভুল করবে—এও কি কখনো হয়! শুদ্ধ করাই যে দরকার।

রাম। দেখ, এ আমি পছন্দ করিনা—আর কখনো এমন ভাবে তুমি আমাকে 'সসম্মান' দেখিয়ো না।

আমোদিনী। অসম্মান!

রাম। বেশ, অসম্মান—জানো তো 'কৃরোধ' হ'লে আমার 'সজ্ঞান' থাকে না।

আমোদিনী। জ্ঞান, ক্রোধ।

রাম। তা হোকেগে! তুমি ইচ্ছা ক'রেই আমার অর্থ 'বিক্রয়' ক'রে ফেল।

আমোদিনী। দেখ, দেখ, তুমি অমন ভাষা ব্যবহার কর্ব্বে, এ আমি কখনো সইতে পারব না, এতদিন আমি ছাত্রী পড়ালুম, আর এখন এমন স্বামী ছিল আমার কপালে!

[তৃতীয় অঙ্ক

রাম। বিয়ের আগে যখন বকুল গাছ তলায় ব'সে থাকৃতুম, কই তখন তো আমার ভাষার 'সম্বোধনে' তোমার মন ছিল না।

আমোদিনী। সংশোধন!* কি আহাম্মুকিই করেছি এমন লোককে—

রাম। আহাম্মুকি—আর আমি করেছি গোথ্‌খুরি

আমোদিনী। কি বোকা! 'বেল' বাজালে কিম্বা দরজায় ঘা দিলেই এখনো তুমি লাফিয়ে উঠ—ঠিক যেন রামের কিঙ্করটি!

রাম। দেখ, তুমি আমার ভাষার দোষ 'সম্বোধন'—না, না, সংশোধন কর—কিন্তু তুমি নিজে যে ভাষা ব্যবহার কচ্ছ সেটা কি 'ভদ্রতাগত' হচ্ছে? এ আর আমি সইতে চাই না। চল্লুম। আর আমাকে দেখ্‌তে পাবে না।

আমোদিনী। কোথা যাচ্ছ?

রাম। জানি না কোথায় যাচ্ছি—জান্‌তে চাইও না; আমার মনে 'সুকমল' স্থানে তুমি ঘা দিয়েছ।

আমোদিনী। সুকোমল!

রাম। সুকোমল! তোমাকে আর কখনো আমি দেখ্‌তে চাই না।

আমোদিনী। (তার হাত ধরিয়া) না, না!

[তৃতীয় দৃশ্য

রাম। ছাড় আমার হাত। যা বলি আমি তাই করি—
আমাকে 'হনুসরণ' ক'রো না—আমি চাই না কেউ
আমাকে 'হনুসরণ' করে।

(রাম-আমোদিনী—ডুয়েট গান)

আমো। আহা কর কি কর কি কর কি মাণিক
এমন ধারা কর্ত্তে নেইযে—জেনো মনে ঠিক।

রাম। হাত ছাড়, চ'লে যাও যেথা তোমার ইচ্ছা,
আমার আর সয়না এসব রং ঢং এর কেচ্ছা!

আমো। এমন নাগর—রসের বাবু—
হাটু জলেই—হাবু ডুবু?

রাম। হাঁ,—একদম উপ্‌চুপু
হয়েছি বিষম কাবু!

আমো। রাগ করোনা, রাগ করোনা, মুখ করোনা ভার—

রাম। কি করব? পারি না যে সিদ্ধ হতে তোমার রসে আর—

আমো। এবার তোমায় শুধ্‌রে নেবো—
শুধ্‌রে নেবো তোমা—

রাম। হাঁ, বুঝতে পাচ্ছি!
আমার মত তোমার আর জুটে উঠেনা!

আমো। একটু খানি সম্‌ঝে চল—চল্‌বে তুমি ঠিক

রাম। (ঢের চলেছি), আর চল্লে পা ঠিক্‌রে হব একদম্‌ চিৎ!

আমোদিনী। এতটা নির্দ্দয় তুমি হ'তে পার না।

রাম। তুমি আমাকে "তেজিত" ক'রে তুলেছ—সে অবস্থায় আমি 'কবন্ধ' হ'য়ে পড়ি—চল্লুম—

(নিষ্ক্রান্ত)

আমোদিনী। ক্রোধান্ধ। (ডাকিল) ওগো, ওগো, শুন্‌লে! আমি মুচ্ছো যাব—মুচ্ছো যাব—জল! জল—ওঃ! ওঃ! (চেয়ারে মূর্চ্ছা)

[তৃতীয় দৃশ্য

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

সামান্য সাজসজ্জায় সজ্জিত একটি কক্ষ। সমস্ত দরজা জানালা বন্ধ। টেবিলে একটা মোমবাতি জ্বলিতেছে। দরজায় ঘা শোনা গেল। কৈলাস বসিয়াছিল, একদিকে উঁকি দিল।

কৈলাস। এ কে? এ স্থানে তো এসে লুকিয়েছি—একটি কোঠা ভাড়া ক'রে, নাম বদ্‌লিয়ে এখানে বাস কচ্ছি—বাড়ীওয়ালাকে ব'লে দেওয়া হয়েছে কাউকে যেন বলা না হয় যে আমি এখানে আছি—বিশ্ব সংসার থেকে স'রে পড়েছি—এখানেই বাকী জীবনটা কাটিয়ে দেব ভাব্‌ছি—এই রকম একা একাই। (চেয়ারে বসিল) দু' দুটো স্ত্রী আমাকে অধিকার কর্ত্তে চাচ্ছে—আর আমি একা—মজা মন্দ নয়! কি রাত্রিটাই কাটিয়েছি। একবার ভয়ে কেঁপে উঠি, পর মূহূর্ত্তে কেঁপে উঠি ঠাণ্ডা হাওয়ায়—জানালা দুই একটা ভাঙ্গা—বাতাস তো তেমন ক'রে ঠেকানো যায় না—সেও আবার সারা রাত খট্ খট্ করেছে—আমি তো ভয়ে অস্থির—ভাব্‌লুম, এই ধরে বুঝি।

(দরজায় ঘা) কে ? ঝি বোধহয় ! উঃ ! বাতাস আস্‌ছে যে ! (কম্পন) হিঃ—হিঃ—হিঃ—এমন স্থানে তো কোনোদিন থাকা হয়নি জীবনে। কোন্ দিক দিয়ে হাওয়া আস্‌ছে ? বের কর্ত্তে হচ্ছে। এই ছেঁড়া নেক্‌ড়ায় তো সব ফাঁক বন্ধ করা যাবে না। (ফাঁক বন্ধ করিতে প্রবৃত্ত) এই তো ! আরে বাবা ! কতটা ফাঁক, আজো যে বেঁচে আছি এই আশ্চর্য্য। (আবার দরজায় ঘা—কৈলাস চম্‌কিয়া উঠিল—হাতের ন্যাক্‌ড়া পড়িয়া গেল)—কে ? না, এতো ঝিয়ের ঘা নয়—পুরুষের ঘা—পুলিশ এলো নাকি—খোঁজ পেয়েছে ?—চুপ ! (কাণ পাতিয়া রহিল ; প্রচণ্ড আঘাতে আঁৎকিয়া উঠিল) সাড়া দেব ? দেই, নইলে,—কে ? কে এখানে ?

নীহার। (বাহিরে) আরে, দরজা খুলুন। আমি নীহার।

কৈলাস। আরে,তুমি ভাই, (দরজা খুলিয়া) এস,এস তাড়াতাড়ি ; (নীহারের প্রবেশ ; কৈলাস তৎক্ষণাৎ দরজা লাগাইয়া দিল) কি ব্যাপার বলো তো এখন ? কি ক'রে বের কল্লে আমাকে ? কেন এসেছ ? আমার পেছনে পুলিশ লেগেছে কি ? ওয়ারেণ্ট বেরিয়েছে ? বল, বল।

নীহার। না, না, ভয় নেই, শান্ত হোন্।

কৈলাস। কিছু আগে তুমিই কি দরজায় ঘা দিয়েছিলে, ভাই ?

নীহার। হাঁ, হাঁ, ভাব্‌লুম ম'রে গেছেন নাকি—কোনো সাড়া শব্দ পাইনি। একেবারে যে সাবেককেলে সুলতানের মত হ'য়ে পড়েছেন—কাছে আসাই শক্ত।

কৈলাস। হাঁ, আমি সুলতানই বটে। দুটো হয়েছে, আরো কয়েকটা বিয়ে করব। তার পরে রীতিমত একটা বেগম মহাল তৈরী ক'রে ফেল্‌ব। আঃ! কি আরামের স্থানই ছিল প্রাচীন তুর্কী! দুই বিয়ের জন্যেই আমাকে এত নাস্তানাবুদ হ'তে হচ্ছে এখানে! আর সে সকল স্থানে স্ত্রীর সংখ্যা দিয়েই মানুষের গৌরবের পরিমাণ করা হ'তো এক কালে! সেই কালে এবং সেই স্থানে কেন জন্ম নিলুম না—তাই ভেবে আপশোষে মরি! কিন্তু তুমি আমার এই অজ্ঞাতবাসের খোঁজ পেলে কি ক'রে?

নীহার। আপনি এখানে অজ্ঞাতই থেকে যাবেন, এমনটা আশা করেননি নিশ্চয় আপনি।

কৈলাস। কেন?

নীহার। বাড়ীটির মালীক হয়েছেন একজন পুলিশ ইন্‌স্পেক্টর, আর তা ছাড়া উপরের তলায়ই একজন দারোগা বাস কচ্ছেন।

কৈলাস। ওরে বাপ্‌রে! গেছি! খোরপোষের দাবী!

(চেয়ারে বসিয়া পড়িল)

তৃতীয় অঙ্ক]

নীহার। ঝির কাছ থেকে সমস্ত খবর সংগ্রহ ক'রে বুঝেছি আপনি এখানে আছেন। আমাদের দুই একজন বন্ধুবান্ধব এখানে আস্‌বার কথা। দিগিন্দ্র বাবু তো দরজায়ই দাঁড়িয়ে আছেন।

কৈলাস। প্রাণ ত্যাগ করার সব চেয়ে সোজা উপায় তুমি কোন্‌টাকে মনে কর ?

নীহার। প্রাণ ত্যাগ করার ?

কৈলাস। হাঁ—দড়িতে ঝু'লে, বিষ খেয়ে, জলে ডুবে, বন্দুক চালিয়ে—কোন্ রকমে সব চেয়ে সোজা ?

নীহার। সে বিচার পরে হবে আপনার স্ত্রীর সঙ্গে দেখা হয়নি ?

কৈলাস। কোন্ স্ত্রী ?

নীহার। দ্বিতীয়া।

কৈলাস। তোমার বাড়ী ছেড়ে আসার পর নয়! আর দেখা হবে না। তোমার স্ত্রী কেমন ?

নীহার। আমাকে ছেড়ে গেছে।

কৈলাস। ছেড়ে গেছে!

নীহার। আমি তাঁকে খুঁজ্‌ছি না, কারণ আজ সকালে যা খবর পেলুম তাতে সেই মেয়েটি সম্বন্ধে সমস্ত কথা প্রকাশ ক'রে বল্‌তে এখন কোনো বাধা নেই।

কৈলাস। সেই মেয়েটি!

নীহার। হাঁ। (দরজায় ঘা)

কৈলাস। আরে, কেউ এসেছে।...কে ?

নীহার। দিগিন্দ্র বাবু—এক পথেরই পথিক সব।

কৈলাস। কি রকম ?

নীহার। সে আর তার স্ত্রীর মধ্যেও ছাড়াছাড়ি হয়েছে।—শুন্‌লুম যে কয়টি দম্পতি কাল আমার বাড়ীতে উপস্থিত ছিল, কোনোটিই এখন আর অটুট অবস্থায় নেই—সকলের মধ্যেই ছাড়াছাড়ি হয়েছে।

কৈলাস। আমার দৃষ্টান্তটি তাদের এম্‌নি ভালো লেগেছে যে তারা তার অনুসরণ না ক'রে আর পারে নি। (আবার দরজায় ঘা)

সমরেন্দ্র। (বাহিরে) দরজা খুলুন, আপনার সঙ্গে আমরা সাক্ষাৎ কর্ত্তে চাই।

(নীহার দরজা খুলিল ; সমরেন্দ্র ও দিগিন্দ্রের প্রবেশ)

সমরেন্দ্র। (কৈলাসের প্রতি)এতক্ষণে আপনাকে খুঁজে পেলুম।

দিগিন্দ্র। রামকিঙ্কর নীচে দাঁড়িয়ে, আপনার সঙ্গে দেখা কর্ত্তে চায়।

কৈলাস। সে আস্‌তে পারবে না ; এখানে এসে আমি লুকিয়েছি, যাকে তাকে ঢুক্‌তে দেওয়া হবে না—পরিচিত কয়জনেই বেশ আছি। (সকলে বসিল) একই অবস্থায় পড়েছি আমরা।

সমরেন্দ্র। নিজের কথা বল্‌তে গেলে স্বীকার কর্ত্তে হয় এমন দুরবস্থায় কখনো পড়িনি আর ; আর এটুকু ভাব্‌তেও আরম্ভ করেছি যে স্ত্রীটি হচ্ছে একটি অত্যাবশ্যকীয় আরামের জিনীস।

কৈলাস। যতক্ষণ তাহা একবচন—বহুবচনে রূপান্তরিত হ'লেই তা সাংঘাতিক জিনীস।

দিগিন্দ্র। জান্‌তুম না যে একটি শান্তিহীন রাত্রি কাটিয়েই আমার স্ত্রী সম্বন্ধে আমার এমন ভালো ধারণা হ'য়ে যাবে।

নীহার। হাঁ, বন্ধুগণ ; বিরহ জিনীসটা মৃত্যুর মতন অনুপস্থিত ব্যক্তির গুণ সম্বন্ধে লোকের মনকে সচেতন ক'রে তুলে।

কৈলাস। এ সময় দোষ সম্বন্ধে যে আলোচনা করে,তাকে নিয়ে তো আমাদের লজ্জিত হওয়া উচিত। হায় ! আমার দ্বিতীয়টি যদি আমার আরামের দিকে আরো একটু লক্ষ্য রাখ্‌তো, তাহ'লে তাকে দেবী আখ্যা দেওয়া যেত।

সমরেন্দ্র। আমার স্ত্রীর বড় দোষ হয়েছে—সব সময় আমার কথার বিরুদ্ধে বলা—তা একটু মোলায়েম ক'রে বল্লে তেমন কিছু একটা হোত না, কিন্তু পদে পদে এমন প্রতিবাদ সহ্য করা মুস্কিল।

[প্রথম দৃশ্য

দিগিন্দ্র। আমার স্ত্রীর দোষ হয়েছে, তার প্রফুল্লতার অভাব— আর তাকে আমি সব সময় আদর করি, তার এই ইচ্ছা। কোলের বিড়ালটির মত সব সময় চাপ্‌ড়িয়ে আদর করা আমাকে দিয়ে পোষায় না। আদর করার মতন মর্জ্জিটা আমার মাঝে মাঝে হয়।

কৈলাস। আমরা সকলেই হতভাগ্য,তার মধ্যে আমিই প্রধান; ভাই সব, তোমাদের একদিন না একদিন আবার মিলন হ'তে পারে, কিন্তু আমার সে আশা নেই। (দরজায় ঘা) চুপ্‌!—কে এখানে? (দরজার কাছে গিয়া)

রাম। (বাহিরে) আমি—।

কৈলাস। কে?

রাম। আমি রামকিঙ্কর।

কৈলাস। তোমার আসা হবে না।

রাম। কৈলাস বাবুর সঙ্গে আমার কথা আছে—তাঁর পক্ষে খুব জরুরি কথা।

দিগিন্দ্র। আমি আপনাকে বল্‌তে ভুলে গেছিলুম—ঐ রামকিঙ্করের নাকি আপনার প্রথমা স্ত্রী সম্বন্ধে আপনাকে কিছু বল্‌বার আছে।

কৈলাস। সে কি? তাকে ঢুক্‌তে দেব?

নীহার। হাঁ, হাঁ। (কৈলাস দরজা খুলিয়া দিল,রাম কিঙ্করের প্রবেশ ; কৈলাস আবার দরজা বন্ধ করিয়া দিল)

রাম। কেমন আছেন, ভদ্র 'মহাদায়'গণ ? আবার আমাদের এই শুভ গোধূলি লগ্নে দেখা হ'লো।

কৈলাস। বসুন। (রাম বসিল)

রাম। আবার আমরা নাকি সব 'অব্যাহত' হ'য়ে গেছি—'অব্যাহত' বুঝ্‌লেন না ? আইবুড়ো আর কি শুদ্ধ ভাষায়। আমার স্ত্রীর সঙ্গে কালকের পরে আর দেখা নেই। এখন বাড়ী ফিরে যেতেও ভয় পাচ্ছি।

কৈলাস। এই খবর—

রাম। হাঁ, কিন্তু আগে মনটা একটু স্থির ক'রেনি। মাথার মধ্যে যে ভারি "জলযোগ" হ'য়ে রয়েছে।

নীহার। বলুন, কৈলাস বাবু যে শুন্‌তে অস্থির হ'য়ে আছেন।

রাম। শুনুন তাহ'লে—জানেন তো গতকল্য আপনারা সকলে চ'লে গেলে পর আমার স্ত্রী আমাকে এতটা "কবন্ধ" ক'রে তুলেছিল যে আমি বাড়ী থেকে দৌড়ে বেরিয়ে যাই—আর কখনো তার মুখ দেখ্‌ব না ব'লে।

কৈলাস। তারপর ?

রাম। রাস্তা দিয়ে বেগে যাচ্ছি, মনে যে "সংস্কল্প" করেছিলাম তাই পালন করব ভাব্‌ছি—তখন হঠাৎ একটি

হল্‌দে শাড়ী পরা মেয়েলোকের গায়ের উপর গিয়ে পড়লাম।

কৈলাস। (চম্‌কিয়া) ওঃ! (উঠিয়া পড়িল)

নীহার। চুপ্‌ ক'রে বসুন, শেষ পর্য্যন্ত শুনুন।

রাম। আমি দেখে তো এক্কেবারে অবাক—বল্লুম, চিনি যেন? রক্তের যোগ রয়েছে বোধ হচ্ছে। সে আমার দিকে চাইলে, চেয়ে এক্কেবারে 'থ' হ'য়ে গেল।

কৈলাস। ব'লে যাও, ব'লে যাও।

রাম। বল্লুম আমি—"পিসীমা"—

কৈলাস। পিসীমা!

রাম। বল্লুম—"পিসীমা, তোমার কি পুলিশের ডর নেই, আইনের ডর নেই?"

কৈলাস। কেন? কেন বল?

সকলে। চুপ্‌—চুপ্‌।

নীহার। ব'লে যান।

রাম। সে বল্লে—"দেখ রাম কিঙ্কর, আমি খুব একটা 'কুটিল' বিষয়ে এখানে এসেছি—তুমি কাউকে ব'লো না যে আমার সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছে।" আমি বল্লুম—"পিসী, তোমার বিরুদ্ধে নালিশ আছে; মনে আছে—এক বাড়ীতে আমি চাকর ছিলুম, তুমি ছিলে ঝি?"

কৈলাস। হা ভগবান! ঝি? আচ্ছা, ব'লে যাও।

রাম। জান্‌তে পার্‌লুম—তার স্বামী নাকি—

কৈলাস। কৈলাস বাড়ুয্যে!

রাম। হাঁ; কোনো বে-আইনী কাজ ক'রে সে আসাম পালিয়ে যায় এক ডাক্তারের পরিবারের সঙ্গে।

কৈলাস। ঠিক।

রাম। সেখানে জাতি নাম বদ্‌লিয়ে—

কৈলাস। নামও বদ্‌লিয়েছে! কি নাম নিয়েছে?

রাম। কি নাম ভু'লে গেলাম, বি—বি—

কৈলাস। বিলাসিনী?

রাম। হাঁ, তাই।

কৈলাস। তা হ'লে সে জাতিতে শূদ্র; তার সত্যিকার নাম?

রাম। শিবশঙ্করী।

কৈলাস। বাঃ বাঃ! বিয়ে অসিদ্ধ! ও বিয়েই হয়নি, আমি মুক্ত, আমি মুক্ত। বাঃ রে বাঃ! (নাচিতে লাগিল) নীহার বাবু, দরজা খু'লে দাও,আমাকে বেরুতে দাও। (নীহার দরজা খুলিল) চলতো রামকিঙ্কর, তোমাকে ছাড়ছিনে—যে পর্য্যন্ত আমার আইন সঙ্গতা স্ত্রীটিকে শান্ত কর্ত্তে না পারছি সে পর্য্যন্ত তোমাকে আর ছাড়ছিনে। বন্ধুগণ, তোমরা আমার সঙ্গী, তোমরাও চল আমার পিছে পিছে তোমাদের স্ত্রীদেরে খুঁজে নাও, তাদের সঙ্গে তোমাদের মিলন হোক্—আমিই তার দৃষ্টান্ত দেখাব।

[প্রথম দৃশ্য

(স্বামীগণের গান)

বাপ্‌রে বাপ্, বিয়ে কি ঝক্‌মারি !
ইচ্ছে হয় স্ত্রীগুলিকে পাঠাই যমের বাড়ী—
পরে গলায় দড়ি বেঁধে দুর্গা ব'লে ঝুলে পড়ি !
বাপ্‌রে বাপ্, বিয়ে কি ঝক্‌মারি !
প্রথম দেখ্‌লেম নূতন বৌটি—
যেম্‌নি কচি তেম্‌নি মিষ্টি—
বছর খানিক যেতে যেতে
প্রকট হলেন স্বমূর্ত্তিতে !
চল্ল তখন মুখ নাড়া
সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁটার বারি—
বাপ্‌রে বাপ্, বিয়ে কি ঝক্‌মারি !
দিন রাত এক মূর্ত্তি ধ্যান
ক'রে ক'রে জান হায়রাণ।
(তাতে) এক এক দেবীর এক এক মূর্ত্তি
জানিনা কার কিসে তৃপ্তি—
বলির আমরা অজ মূর্ত্তি
কাঁপ্‌ছি ভয়ে আর ভাব্‌ছি
বিসর্জ্জনের কত দেরী।
বাপরে্ বাপ্, বিয়ে কি ঝক্‌মারি !

কৈলাস ! (রামকিঙ্করের প্রতি) চলতো আমার এক মাত্র বন্ধু ও রক্ষক, চল আমার সঙ্গে, চল তোমার পিসী বিলাসিনীর কাছে। আর—হে আমার একমাত্র আইন-

সঙ্গত পত্নী, আমার দ্বিতীয় নম্বর, তোমার বাহুদ্বয় বিস্তৃত ক'রে তোমার স্বামীকে অভ্যর্থনা ক'রে নাও।

(রামকিঙ্করকে টানিয়া লইয়া বেগে নিষ্ক্রান্ত)

নীহার। (পিছনে ডাকিল) কৈলাস বাবু, কৈলাস বাবু, কোথায় যাচ্ছেন দৌড়ে? (অন্যান্যের প্রতি) চলুন আমরা তাঁর অনুসরণ করি, এবং আমাদের স্ত্রীদের ক্ষমা লাভ কর্ত্তে এবং তাদের সঙ্গে মিলন সাধন কর্ত্তে পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করি। (নিষ্ক্রান্ত)

দিগিন্দ্র। আমি যাব না—আমার প্রতি খুব খারাপ ব্যবহার করা হয়েছে—আজ ঘণ্টা খানেক আমার বাড়ীর সুমুখে ঘুরেছি, আর যদিও আমার স্ত্রী জানালাতেই বসা ছিল, সে আমাকে দেখ্‌তে মুখ পর্য্যন্ত ফিরায় নি।

সমরেন্দ্র। আমার স্ত্রী কোথায় আছে এখন তা আন্দাজও কর্ত্তে পার্‌ছি না। তার খুড়ীমার বাড়ী যায়নি; সেখানে আমি গিয়েছিলুম—তাকে দেখিনি। আমি ভারি বিচলিত হ'য়ে পড়েছি।

দিগিন্দ্র। আমিও।

সমরেন্দ্র। তাহ'লে চলুন; বাড়ীতে আপনার স্ত্রীর কাছে না যান, আমার স্ত্রীর সঙ্গে মিলনের উপায় ক'রে দিন। বন্ধুর কর্ত্তব্য তো তাই। চলুন!

(দিগিন্দ্রকে টানিয়া লইয়া নিষ্ক্রান্ত)

দ্বিতীয় দৃশ্য

(একটি বোর্ডিং হাউসের একটি কক্ষ। দীপ্তির প্রবেশ—পিছনে অমূল্যবালা, মঞ্জুরাণী, পূর্ণশশী এবং আমোদিনী)

অমূল্য। ঐ হতভাগিনী বিলাসিনী বাড়ুয্যে এখানে আছে, বল্‌ছ তোমরা ?

পূর্ণশশী। হাঁ, এই বাড়ীর দরজাতেই তাকে দেখেছি কাল—নীহার বাবুর সঙ্গে কথা কচ্ছে।

অমূল্য। যখন বাড়ী নেই, তখন আর একবার এসে দেখা করব। তার সঙ্গে আমার দেখা কর্ত্তেই হবে। ওঃ! কি হতভাগিনী আমি!

দীপ্তি। আমিও তাই।

আমোদিনী। আমিও।

পূর্ণশশী। আমিও।

মঞ্জু। ভয়ানক দুঃখিনী আমি, ভয়ানক।

অমূল্য। আমি বাড়ী গিয়েছিলুম, কিন্তু উনি বাড়ীর কাছেও ঘেঁষেন নি; উনি নিশ্চয় পালিয়েছেন; আমি সারা-রাত চোখ বুঁজিনি।

আমোদিনী। আমার স্বামীর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হওয়া অবধি আমার প্রাণ যেন আর আমাতে নেই—কোথায় গেছেন তিনি, হায়!

[তৃতীয় অঙ্ক

মঞ্জু। আমি আমার খুড়ীর কাছে গেলুম না, পূর্ণদিদির কাছে চ'লে গেলুম—উনি এসে না নিলে বাড়ী যাবনা সংকল্প করেছি; বাস্তবিক পিশেমশায়ই রূপার ব্রুচ্‌টা দিয়েছিলেন।

পূর্ণশশী। তুমি যদি আমার কাছে না আস্‌তে ভাই দীপ্তি, তাহ'লে সকাল হওয়ার আগেই আমি ম'রে যেতুম, দেখনা, ওঁর নিষ্ঠুরতায় আমার দেহে প্রাণটি মাত্র আছে বলা যায়।

অমূল্য। উদাসীনতা! আমার স্বামীর মতন উদাসীনতা আর কারো নেই; আমি এক দিন ওর ঈর্ষ্যা জাগাবার জন্যে বারোটি যুবকের সঙ্গে ইয়ার্কি দিয়েছি, কিন্তু ওর তাতে খেয়ালই নেই। আর এখন জান্‌লুম কিনা ওর আর এক স্ত্রী রয়েছে। ওঃ! পেতুম তাকে একবার এখন কাছে—পাজি, পশু কোথাকার, প্রবঞ্চক, শঠ! (কাঁদিতে লাগিল)

পূর্ণশশী। ঠিক আমার ওটির মত; যখনই অন্যদের সঙ্গে বেরোই, উনি আমার কাছ থেকে যত দূরে সম্ভব চ'লে যান; আমার দিকে ফিরেও তাকান না, একটু চেয়ে হাসেন না—ভঙ্গী দেখ্‌লে মনে হয় কখনো ভালোই বাসেননি। আমি—আমি—আমি ভারি হতভাগিনী!

(ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল)

[দ্বিতীয় দৃশ্য

মঞ্জু। (কাঁদিতে কাঁদিতে) কেঁদোনা, ভাই পূর্ণশশী ; কেঁদোনা। আমি—আমি বুক ভেঙ্গে গেলেও কাঁদিনা। ইনি যেন এটুকু না বল্‌তে পারেন, ওর অনুপস্থিতিতে আমি এক বিন্দুও চোখের জল ফেলেছি—ভারি ভীষণ লোক ; আমার কথার উল্টো না বল্লে আমি—আমি তো তাঁর কত বাধ্য হ'য়ে থাকৃতুম, ওঃ !—ওঃ !

(কাঁদিতে লাগিল)

আমোদিনী। (কাঁদিয়া) ওঃ ! ওগো কোথায় তুমি ? আর তোমার ভাষা সংশোধন কখ্‌খনো করবনা আমি ; যে কোনো অভিধান থেকে তোমার কথা তুমি বেছে নিও, আমি আপত্তি করবনা !

দীপ্তি। (কাঁদিতে কাঁদিতে) আমার দুর্দ্দশা আর কিছুতেই ঘুচ্‌বেনা, সহ্যের সীমার বেশী আমি সয়েছি, আর সইতে পারি না।

অমূল্য ! ভগ্নীগণ ! সকলেরই আমাদের এক দশা ! সকলেই চোখের জলে বুক ভাসাচ্ছি ! কিন্তু এ হ'তে পারবে না ; আমাদের এই দুর্ব্বলতার বিষয় জান্‌তে পারলে আমাদের স্বামীরা কি বল্‌বেন ? না—না—এদের মত জীবের জন্যে আমরা কিছুতেই কাঁদ্‌ব না। চল আমরা সবে একত্র হ'য়ে হাস্‌তে আরম্ভ করি।—হাঃ ! হাঃ ! হাঃ ! হাস, ভগ্নীগণ, হাস। আর সাহস এবং দৃঢ়তার সহিত ভবিষ্যতের বন্দোবস্ত কর।

[তৃতীয় অঙ্ক

(স্ত্রীগণের গান)

পতির সনে সতী এবার
　　করবে যুদ্ধ ঘোষণা ;
দেখিয়ে দেবো জগতটাকে
　　আমরা স্বাধীন জেনানা !
কেঁদোনা কেউ যেন আর—
　　হাস সবে বেদম হাসি,
　　পলকে প্রমাণ হবে
　　আমরা কেমন সাহসী !
পতি-জগত করব শাসন
　　আমরা স্বাধীন ললনা—
　　পতির সনে সতী এবার
　　করবে যুদ্ধ ঘোষণা।

অমূল্য। দীপ্তি, তুমি বর্ত্তমানে বোধহয় এখানেই থাক্‌বে। আমি এখন কারু কারু সঙ্গে একটু দেখা ক'রে আধ ঘণ্টার মধ্যেই ফিরে আস্‌ব। ভগ্নী আমোদিনী, আপনি তো একজন বেশ বুদ্ধিমতী এবং সুশিক্ষিতা স্ত্রীলোক, চলুন আমার সঙ্গে, আপনার উপদেশের দরকার আছে আমার ; পথে আপনার স্বামীর খোঁজও করা যাবে। মঞ্জুরাণী, তুমি অবশ্য এখন

পূর্ণশশীর সঙ্গেই থাক্‌বে। আসি এখন তাহ'লে, দেখ, মন খারাপ ক'রে থেকোনা; স্ত্রীলোকের মতন হও—নবযুগের স্ত্রীলোকের মতন হও—পুরুষলোকের জন্যে কেঁদোনা। পুরুষেরা কি! গাঁয়ে মানে না, আপনি মোড়ল। নিরাশ হ'য়োনা; ভগ্নীগণ, সে সময় আস্‌ছে, যখন দেশ শাসনে আমাদের শক্তির প্রাধান্যই ঘোষিত হবে। তখন তাদের বিচার হবে।

(আমোদিনী সহ নিষ্ক্রান্ত)

মঞ্জু। যাই, দীপ্তি, আমাদের সঙ্গে দেখা কর্ত্তে চাও তো জানোইতো ঐ পাশের বাড়ীতে আমরা আছি। যদি আমাদের স্বামীর বিষয় কিছু শোন, তাহ'লে তৎক্ষণাৎ জানা'য়ো। (পূর্ণশশীকে লইয়া যাইতে যাইতে) এখন দিগিন্দ্রবাবু যদি বাড়ীর সুমুখ দিয়ে যাওয়া আসা করেন, তাহ'লে তাঁকে আমি ভিতরে ডেকে নেব।

পূর্ণশশী। না, না, ভাই, ডেকোনা।

মঞ্জু। ডাক্‌ব।

পূর্ণশশী। আমি এ কথা শুন্‌তে চাই না।

মঞ্জু। কথা কাটাকাটি আমার অভ্যাস নয়—তোমাকে শুন্‌তেই হবে। আমি নিজে দুর্ভাগিনী হ'লেও

পরের সুখ সম্পাদনে মঞ্জুরাণী শিথিল প্রযত্ন, একথা কেউ বল্‌তে পারিবে না।

*(গান)

আপনার প্রাণে আপনি সুখী
যতদিন হ'তে নাহি পার সখি,
জেনো ততদিন তব সুখ আশা—
মরু ভূমি মাঝে মায়া মরীচিকা।
কাঁদিয়ে তো তুমি কাঁদাতে পারনা,
সাধিলে চরণে সে-ত গো গলেনা!
তবে কেন সখি পরে প্রাণ দিয়ে—
সুখ আশে থাক তার মুখ চেয়ে!

—এস, পূর্ণ, বেশ হাসি খুসি হও।

(উভয়ে নিষ্ক্রান্ত)

দীপ্তি। (একা) এখন আমি কি উপায় অবলম্বন করি? আমার স্বামী যে দোষী, তার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেছে—তার কাছে যে আর যাওয়া যায় না তা সুনিশ্চিত। এখানে তো আশ্রয় নিয়েছি, কিন্তু পরে আর কোথায় যাই? বন্ধু বান্ধবদের কাছে? আত্মীয় স্বজনের কাছে? না, না, সে অপমান সইতে পারব না। হতভাগিনী আছি—একা একাই

আছি—কারো কাছ থেকে কৃত্রিম সহানুভূতির কথা শুন্‌তে পারব না। কৃপা! সে রকম কোনো বৃত্তি নেই! ছদ্মবেশী বিজয়ের ভাব ছাড়া তাহা আর কিছুই নহে। (বাহিরে চাহিয়া) ওঃ! সেই লোকটি—যে ঐ মধুর চিঠিটি লিখেছিল আমার কাছে কাল? তাহ'লে আমাকে এখানেও খোঁজ ক'রে এসেছে। কি করি এখন? তাকে দেখা দেওয়া যায় না। ঐ শোন, (কাণ পাতিল) আমার সম্বন্ধে কি জিজ্ঞেস্‌ কচ্ছে; তার হাত এড়ানো যায় কি ক'রে? স্বামীর উপর প্রতিশোধ নেবার জন্যে আমি এক রকম উৎসাহ দিয়ে এসেছি এই লোকটাকে—হয়ত সে তাতেই সাহসে বুক বেঁধে এসে উপস্থিত হয়েছে—বাড়ী ফিরতে আর পারি না নিশ্চয়—কিন্তু আত্ম সম্মান হারাতে হয় এমন অবস্থায় পড়্‌লে তো চল্‌বে না। যাই, স'রে পড়ি।

(নিষ্ক্রান্ত)

(নীহারের প্রবেশ)

নীহার। আমি ঠিক খবর নিয়েছি, আমার স্ত্রী এখানে নেই। এখনতো আর গোপন রাখ্‌বার কিছু নেই, এখন সব বল্‌ব তাকে। তাকে যদি অতিরিক্ত ঈর্ষ্যা এবং সন্দেহের কুফল সম্বন্ধে সজ্ঞান ক'রে তুল্‌তে পারি,

তাহ'লে ভবিষ্যতে আমাদের সুখের উপর যাতে কোনোদিন মেঘের ছায়া এসে না পড়ে সেই ভাবে চল্‌তে চেষ্টা করব। (যাইতে উদ্যত) কি! এ কে! (বাহিরে চাহিয়া) আমার স্ত্রীর সঙ্গে সে কথা বল্‌ছে—আমার স্ত্রী তাকে দূরে ঠেকিয়ে রাখ্‌তে চাচ্ছে—সে তার অনুসরণ কচ্ছে—পাজি কোথাকার!

(বেগে ধাবিত হইয়া নিষ্ক্রান্ত)

{ বাহিরে কৈলাসের শব্দ শোনা গেল }

কৈলাস। এস ভাই, এস, আমার স্ত্রী এখানেই। এস বন্ধু, এস আমার রক্ষক—(রামকিঙ্করকে টানিয়া লইয়া কৈলাসের প্রবেশ; রাম নিজকে ছাড়াইয়া লইবার চেষ্টায় তাহার জামার হাত ছিঁড়িয়া গিয়াছে) ঠিকই বলেছ; রামকিঙ্কর—ঠিকই বলেছ, বিলাসিনী ওরফে শিবশঙ্করী স'রে পড়েছে।

রাম। কিন্তু কৈলাস বাবু, আমার জামা যে 'বিতাড়িত' হ'য়ে যাচ্ছে—আমাকে ছাড়ুন।

কৈলাস। না, না, এখন আমার স্ত্রীর কাছে তোমাকে নিয়ে যাচ্ছি। সে কোথায়? (ডাকিল) ওগো, ওগো! তারা যে বল্লে—এখানেই; কোথায় তুমি প্রিয়ে, কোথায় তুমি? না, এ বাড়ীতে তো নয়;—সারা সহর খুঁজে তাকে বের করব। এস, রামকিঙ্কর, এস বন্ধু, এস আমার রক্ষক, এস।

[দ্বিতীয় দৃশ্য

রাম। ওঃ, আমাকে ছাড়ুন, আমাকে ছাড়ুন।

কৈলাস। না, না, আমার সাক্ষীকে আমি ছাড়্‌তে পারি না; এস, আমি আবার সুখী না হওয়া পর্য্যন্ত তোমাকে ছাড়্‌তে পারি না।

(এতক্ষণ কৈলাস রামকে সারা রঙ্গমঞ্চে টানিয়া ঘুরাইয়া ছিল—এখন টানিয়া লইয়া নিষ্ক্রান্ত)

তৃতীয় দৃশ্য

বোর্ডিং হাউস।

(ভিতরে নীহারের কথা শোনা গেল)

নীহার। (ভিতরে) পাজি! বদ্‌মাস্ কোথাকার! এখানে কি কচ্ছ তুমি? (একটা ধস্তাধস্তি এবং চীৎকারের শব্দ) আমার হাতে কোনো অস্ত্র নেই, নইলে প্রাণ নিয়ে তোমাকে যেতে হ'তো না এখান থেকে। এস, দীপু, এস আমার সঙ্গে।

(তার স্ত্রীকে টানিয়া লইয়া নীহারের প্রবেশ; দীপ্তির মুখ মলিন—উত্তেজিত)

দীপ্তি। (যেন জ্ঞানলাভ করিয়া) আঃ! তুমি! তুমি! ওঃ! (তার হাত ধরিল; নীহার দীপ্তিকে একটা চেয়ারে বসাইয়া দিল) ঠিক সময়ে এসেছিলে! খুব শাস্তি হয়েছে আমার।

[তৃতীয় অঙ্ক

নীহার। কিন্তু তুমি তো নিরাপদেই আছ ; কে তোমাকে রক্ষা করেছে ?

দীপ্তি। ন ীহা রর কাঁধে মাথা রাখিয়া) আমার স্বামী।

নীহার। তুমি এখানে থাক, আমি লোকটাকে অনুসরণ ক'রে মজা দেখিয়ে আস্‌ছি।

দীপ্তি। (নীহারের শরীর সংলগ্ন হইয়া) না, না ; আমার কথা রাখ, আমার কাছে থাক, আরো কাছে—আমাকে ফেলে যেয়ো না।

নীহার। ঐ লোকটার একটা সূত্র পেয়েছি আমি—এখন তাকে আর ছাড়্‌ছি না।

দীপ্তি। তাকে কি তুমি জানো ?

নীহার। জানি বৈ কি !

দীপ্তি। কে—কি করে সে ?

নীহার। কে ? শোন, দীপু, এই লোকটাই আমার ভগ্নীকে প্রলোভিত করে—এই হচ্ছে সেই গীতা নামে মেয়েটার পিতা—যে মেয়েটা আমাদের ছাড়াছাড়ি ঘটিয়েছিল।

দীপ্তি। পিতা—!

নীহার। এটুকু বল্‌বার আমার ক্ষমতা ছিল না আগে। আমার বোনের কাছে আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম—এখন তার মৃত্যুতে আর তা বল্‌তে কোনো বাধা নেই।

দীপ্তি। আমাকে ক্ষমা কর—আর—আর শুন্‌তে চাইনা আমি।

[তৃতীয় দৃশ্য

নীহার। তোমার এ শোনা দরকার। এই দুর্বৃত্তটাই আমার ভগ্নীকে ভুলিয়েছিল—আমার ভগ্নীর পরে বিয়ে হয় খুব ভালো জায়গায়—এই লোকটার সঙ্গে তার সম্বন্ধের কথা প্রকাশ হ'য়ে পড়্‌লে তার সর্ব্বনাশের কারণ হ'তো ; আমি নিজের শান্তি নষ্ট ক'রেও সেই গোপন কথার গোপনীয়তা রক্ষা করেছি,—আমিই মেয়েটীর বাপের মত ছিলুম—তার এখন বিয়ে হ'য়ে গেছে—সে সুখে আছে।

দীপ্তি। আর নয়, আর নয়। আমি ভারি নির্ব্বোধ এবং দুর্ব্বলস্বভাব—আর তোমাকে কখনো আমি সন্দেহ করব না।

নীহার। দীপু, আর তোমাকে সন্দেহের কারণও কখনো দেব না। (উভয়ের আলিঙ্গন)

(সমরেন্দ্র ও মঞ্জুরাণী, দিগিন্দ্র ও পূর্ণশশী হাত ধরাধরি করিয়া হাসিয়া প্রবেশ—পিছনে আমোদিনী)

মঞ্জু। কি ! নীহার বাবু আর দীপ্তি যে আলিঙ্গনবদ্ধ ! তাহ'লে তোমাদের সব গোল মিটে গেছে, ভাই ? আমাদের সব চুকে গেছে। এ বেশ ! দিগিন্দ্রবাবু ও পূর্ণও মিলে গেছে ; আমি দেখ্‌লুম দিগিন্দ্র বাড়ীর চারিদিকে ঘুর্ ঘুর্ কচ্ছেন আমি—নিজে বেরিয়ে গিয়ে তাঁকে তখন টেনে বাড়ীর ভেতর নিয়ে এলুম, আমার স্বামীটি

কাছেই ছিলেন, তিনি ও অনুসরণ কল্লেন। আমরা কিছু কিছু অভিমান প্রকাশ করলুম, দুই একটা খোঁচা খোঁচা কথা বল্লুম—তারপর উভয়ে উভয়ের বাহুর মধ্যে ছুটে গেলুম।

(গান)

বিরহ না থাক্‌লে কি সই
মিলনের সুখ এমন হ'তো ?
এমন ক'রে দুটি প্রাণে
প্রেমের তড়িত ব'য়ে যেতো ?
ভালো হ'লো সব মিলে গেল
এখন যার যেটি সে বুকে নাও—
আদর ক'রে সোহাগ ভরে
এই এম্‌নি ক'রে চুমো দাও !

—কেমন ছুটি নি আমরা ?

সমরেন্দ্র। না। আমি—

মঞ্জু। চুপ্‌! মনে নেই ? আর কথা কাটাকাটি করবে না, কথা দিয়েছ যে ?

পূর্ণশশী। আর আমার স্বামী ও ভবিষ্যতে আমাকে খুব আদর করবেন।

দিগিন্দ্র। হাঁ—।

মঞ্জু। তবে আমাদের আমোদিনী দিদিটি এখনো তাঁর কৃষ্ণকায় আমোদটিকে লাভ করেন নি—সেই দুঃখেই তিনি

ক্লিষ্ট আছেন। উনি অমূল্য দিদিকে ছেড়ে আমাদের কাছে আসেন, এসে শুন্‌লেন তাঁর স্বামী এখানে, কিন্তু এখানে তো দেখ্‌ছি না।

নীহার। একটু আগেই কৈলাসবাবু আর রামকিঙ্করবাবু এখানে এসেছিলেন শুন্‌ছি।

(বাহিরে রামকিঙ্কর)

রাম। (বাহিরে) ওগো, আমোদ!

আমোদিনী! আঃ! ঐ তার গলার আওয়াজ শুন্‌লুম।

(ছেঁড়া জামা কাপড় লইয়া রাম কিঙ্করের প্রবেশ)

রাম। আমোদ! তুমি এখানে? ওঃ, দেখতো একবার আমার দিকে চেয়ে।

আমোদিনী। আমার দিকেও একবার চাওতো, আমাকে ক্ষমা কর।

রাম। তোমাকে ক্ষমা, আমোদ! ওঃ! কি 'বিদারণ' যন্ত্রণাই ভুগিছি আমাদের ছাড়াছাড়ির পর। আর দেখ না অবস্থা—এ কৈলাসবাবুর কাজ—আমি ওর সাক্ষী কি না, তাই টেনে নিয়ে এসেছে, আমার পিসী শিবশঙ্করী আর তাঁর স্ত্রীর সাম্‌নে এনে হাজির করবে ব'লে। তাদের সঙ্গে দেখা হয়েছে; পিসী পালিয়েছে—কৈলাসবাবু আর তাঁর স্ত্রী তাঁদের অপরাধ ভু'লে গিয়ে আস্‌ছেন এখানে।

[তৃতীয় অঙ্ক

আমোদিনী। তোমার পিসী শিবশঙ্করী!

রাম। এখন কিছু জিজ্ঞেস্‌ ক'রো না, আমোদ; একা পেলে সব 'প্রকাশ্য' ক'রে বল্‌ব।

আমোদিনী। প্রকাশ।

রাম এই তো আবার আরম্ভ করলে আমার উপর সেই 'সংস্করণ'।

আমোদিনী। না, না, ভু'লে গেছিলুম; আর কখনো সংশোধন করব না তোমাকে।

(অমূল্যকে ধরিয়া নাচিতে নাচিতে কৈলাসের প্রবেশ— পাত্‌লা ফুরফুরে পাঞ্জাবী তার গায়ে)

কৈলাস। এই এসেছি! এই এসেছি। বিলাসিনী পৃষ্ঠ ভঙ্গ দিয়েছে; আর এই বিজয়ী বীর তার একমাত্র আইন-সঙ্গত স্ত্রী নিয়ে নিষ্পাপ হৃদয়ে এই পাত্‌লা পাঞ্জাবী গায়ে এসে সকলের সম্মুখে দাঁড়াল।

সকলে। পাঞ্জাবী!

কৈলাস। হাঁ, নীচে গেঞ্জিও নেই; আমার স্ত্রী সব শুনেছেন, আর আমাকে ক্ষমাও করেছেন। এই আমার রক্ষকের কাছে এই জন্যে আমি কৃতজ্ঞ। (রামকে দেখাইল)

রাম। কিন্তু আপনার অতিরিক্ত 'নিগ্রহের' উচ্ছ্বাসে আমার 'পরিচ্ছেদের' যে এই 'দুরাবস্থা' তা দেখে আপনার—

[তৃতীয় দৃশ্য

আমোদিনী। 'নিগ্রহ' নয়, আ—

কৈলাস। চুপ করুন, আপনার স্বামীকে তাঁর নিজের পছন্দমত কথা বেছে বল্‌তে দিন। একটু নরম হ'তে হবে উভয় দিকেই, গার্হস্থ্য শান্তির সেই হয়েছে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায়। আমি সব বিষয়েই নরম হব। চেয়ে দেখুন আমার দিকে। যে তিন দিন আগে আগাগোড়া ফ্লানেলে পশমে বেষ্টিত ছিল, সে-ই এখন আদ্ধির পাঞ্জাবী গায়ে বেরিয়েছে—আসুক এখন শীতের কণকণে উত্তুরে হাওয়া, বর্ষার পূবো বাতাস—আসুক নদীর গভীর জল কিম্বা উত্তর মেরুর বরফ, আমি সব বুক পেতে নিব—সকলের সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করলুম আমি আজ—এই পাত্‌লা পাঞ্জাবীর অস্ত্রে আজ সকলকে পরাস্ত করব। নীহার বাবু, তোমার স্ত্রীটিকে সন্তুষ্ট করতে পেরেছ তো? বেশ, বেশ—**forgive and forget** প্রথম পরস্পর পরস্পরের মধ্যে যে গুণ দেখে বিয়ে করেছিলুম তা ছাড়া আর সব ভু'লে যাও আজ। অমূ, আমাতে কি দেখে তুমি প্রথম মুগ্ধ হয়েছিলে?

অমূল্য। তোমার সব খামখেয়ালি এবং অদ্ভুতত্বের আড়ালে তোমার মধ্যে সত্যিকার ভালোমানুষটি দেখে!

কৈলাস। তাহ'লে যখনি আমার উপর রাগ হবার উপক্রম হবে,

তখনি সেই কথাটি মনে ক'রো—আর আমিও প্রথম যে ভালোবাসার দৃষ্টিতে তোমাকে দেখেছিলুম, তাই দিয়ে দেখ্‌ব। নীহার বাবু, তুমি কি জন্যে বিয়ে করেছিলে ওঁকে ?

নীহার। আমি পরিষ্কার স্বীকার পাচ্ছি—ভালোবাসার জন্যে।

কৈলাস। আর আপনি, ঠিক সেই জন্যেই বিয়ে করেছিলেন ?

দীপ্তি। হাঁ, মহাশয়।

কৈলাস। আর আপনারা, সমরেন্দ্র বাবু আর আপনি ?

সমরেন্দ্র। একই কারণে।

মঞ্জু। ঠিক সেই জন্যেই।

কৈলাস। আর আপনি, দিগিন্দ্র বাবু ?

দিগিন্দ্র। কারণ, একা থেকে থেকে ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছিলুম।

কৈলাস। আর আপনিও একক জীবন আর ভালো লাগ্‌ছিল না ব'লে ?

পূর্ণশশী। ততটুকু দুর্ব্বলতা আমি স্বীকার কচ্ছি।

কৈলাস। আর আপনারা—রামকিঙ্কর আর তাঁর স্ত্রী—আপনারা বিয়ে করেছিলেন—কারণ—

আমোদিনী। অনেক দিন বিধবা থেকে সুখ দুঃখের একজন সঙ্গী পাবার জন্যে প্রাণ হাঁপিয়ে উঠ্‌ছিল ব'লে।

রাম। সুখ দুঃখের একজন 'সহনারী' পাবার ইচ্ছা হয়েছিল ব'লে।

[তৃতীয় অঙ্ক

কৈলাস। বেশ, তাহ'লে ভবিষ্যতে যেই একাধটুকু বিরোধের উপক্রম হবে দুয়ের মধ্যে, তখনি সেই প্রথম অনুরাগের দিনের কথা মনে করবেন—দেখ্‌বেন তাতেই মনের ম'লা সব কেটে যাবে। কেমন, সকলে সম্মত আছেন এই কথায় ?

সকলে। হাঁ—হাঁ।

কৈলাস। তাহ'লে আমার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করুন সবাই ; এই মিলনকে একটি প্রগাঢ় আলিঙ্গনে সূচিত ক'রে দিন্ ; আমি আদেশ বাণী ঘোষণা করি,প্রস্তুত হোন্। (কৈলাস যেই তার স্ত্রীর হাত ধরিল সকলে তাহা অনুকরণ করিল) Present ! { কৈলাস তার স্ত্রীর চিবুক ধরিল এবং চুম্বনোদ্যম দেখাইল—সকলে তাহাই করিল} Fire ! [সকলে একই মুহূর্ত্তে চুম্বন এবং আলিঙ্গন করিল] এই ভাবেই সমস্ত দাম্পত্য কলহের নিষ্পত্তি কর্ত্তে হয়, আর (শ্রোতৃ মণ্ডলীর দিকে ফিরিয়া) আপনাদেরও যদি সেই মত্ হয়, তাহ'লেই আজ আমাদের দাম্পত্য আনন্দ সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর হবে ; আমরাও এইটুকু মনে ক'রে যেতে পারব যে আজ্‌কের শিক্ষা ব্যর্থ হয়নি। নীহার বাবু ও তাঁর স্ত্রীর বেলায় আপনারা ঈর্ষ্যা ও সন্দেহ-পরায়ণতার কুফল দেখেছেন ; সমরেন্দ্র বাবু ও তাঁর স্ত্রীর বেলায় মিথ্যা কথা কাটাকাটির কুফল দেখেছেন ;

দিগিন্দ্র বাবু ও তাঁর স্ত্রীর ব্যাপারে দেখেছেন প্রফুল্লতার অভাবের কুফল ; শ্রীমতী আমোদিনীতে দেখেছেন প্রকাশ্যে সংশোধন চেষ্টার কুফল—আর আমি ও আমার স্ত্রীর দৃষ্টান্তে বুঝেছেন আপনারা—আমাদের মর্জ্জি এবং অভ্যাসগুলো পরস্পরের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার প্রয়োজনীয়তা। তবে এই দাম্পত্য সাগর পাড়ি দেবার বেলায় এই গুলি একমাত্র বিপদ না হ'লেও, এই সব চোরা পাহাড়ের অস্তিত্বকে পাশ কাটিয়ে চল্‌তে জান্‌লে—অনেক ভরা-ডুবির আশঙ্কাকে ঠেকিয়ে রাখা যায়। কাজেই আপনাদের মধ্যে যারা এখনো অবিবাহিত আছেন, তারা আমাদের কথা একবার ভেবে দেখ্‌বেন—কারণ আপনারাও শীগ্‌গীরই বিয়ে করবেন, এবং তাই করাই উচিত—আর যাদের বিয়ে হ'য়ে গেছে, তাঁরাও মনে রাখ্‌বেন—পরস্পর বিশ্বাস, পরস্পর ক্ষমা, পরস্পরের সঙ্গে অভ্যাস খাপ খাইয়ে নেওয়াই হয়েছে দাম্পত্য সুখের প্রাণ এবং সেই দাম্পত্য সুখই একমাত্র কাম্য বস্তু আমাদের এই "বিবাহিত জীবনে।"

(সকলে জোড় বাঁধিয়া অর্দ্ধ বৃত্তাকারে দাঁড়াইল)

[তৃতীয় অঙ্ক

(মিলন গীতি)

ঘুচেছে বিরোধ বুঝেছে এবার
ভুল কোথা কার গেল সে জানা।
মিলেছে আবার হৃদয়ে হৃদয়,
বুঝেছে এ ওর প্রাণের বেদনা।
গেল তমোরাশি—হাসিছে কেমনে
প্রেম শরত সুধাংশু কিরণে।
স্নাত প্রকৃতি দেখনা দেখনা,
প্রাণ ভরিয়ে মিলন গাহনা।

